চূড়ান্ত

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম, বি-এ

কলিকাতা, ২৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ,
সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

মূল্য—দশ আনা

কলিকাতা, ২৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ,
সাহিত্য-ভবন প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষগণ

লতিকার পিতা

গোস্বামী—লতিকার স্বামী

ক্ষেমঙ্কর— ঐ ভ্রাতা

মিঃ সেনিয়েল—ব্যারিষ্টার

সুষেণ—বিদুষীর ভ্রাতা

মঞ্জরীর পিতা

সত্যেন্দ্রনাথ—মঞ্জরীর ভ্রাতা

শফার

অভিনয়দর্শকগণ

স্ত্রীগণ

বিদুষী—আধুনিক-উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা নৃত্যপটু মহিলা

লতিকা—বিদুষীর সখী

মঞ্জরী—মিঃ সেনিয়েলের পত্নী

বিদুষীর মাতা

লতিকার মাতা

মঞ্জরীর মাতা

চূড়ান্ত

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ফুলবাগানে বিদুষী ও লতিকা

(পুষ্পচয়নে উদ্যত হইয়া চমকিয়া পিছে হটিয়া)

বিদুষী। একি মরমের বাণী শুনায় কুসুম
হাসির ভাষায় করে' সখীত্ব জ্ঞাপন !
রামসনে বনবাসকালে সতী সীতা,
'ফুলকুলে সখীছলে' কৈত সম্ভাষণ,
সে ও কি ফুলের কথা পাইত শুনিতে
আমার মতন, কিংবা অন্য রমণীর
সঙ্গের অভাবে তার রমণীসুলভ
সখীত্ব-পিপাসা, শুধু স্বভাবের বশে,
চাহিত ফুলের সনে সখীত্ব-স্থাপন ?
আমি ও তো জানিতাম ফুল সখী মোর,
কিন্তু প্রেম চাহে মাত্র এক প্রতিদান—
যারে ভালোবাসে সেও বলে, "ভালোবাসি।"

এত দিন হেনভাবে সখী সম্ভাষণ,
করে নাই মোরে মোর এই ফুলসখী।
অহো কি আনন্দ আজ ! এ কঠোর কর
ব্যথা বোধ করে তার অঙ্গ পরশিতে ;
নবনীকোমল তাহে কঠিন করের
পরশ বিষমঘাত বলে' মনে হয়।
আরে, আরে সখি মোর, কি কথা শুনা'লি ?
এত দিন কত ব্যথা দিয়াছিরে তোরে,
প্রায়শ্চিত্ত এবে তার কি করিব বল্ ?
কুসুমচয়ন ? সে যে আজি অসম্ভব।
সখিরে, লতিকা, মোর নৃত্যপটু তনু,
আনন্দের আতিশয্যে চাহিছে নাচিতে।
প্রেম রূপ ধরে' পায় সৌন্দর্য্যে প্রকাশ,
সেইরূপ আনন্দের নৃত্যরূপ জানি।

(লতিকার প্রতি বিশেভাবে লক্ষ্য করিয়া)

ওকি, ওকি সই, কেন হ'লি অকস্মাৎ
বিরসবদন হেন ? জানিতাম তোরে
মোর নৃত্য দেখিবারে সদা অভিলাষী ;
আজি মোর আনন্দের এই শুভক্ষণে,
বিধাতার করুণার দান মানি যারে,
হেন বিপরীত ভাব কেন হ'ল তোর ?
'হরিষে বিষাদ' এ যে অতি মর্ম্মন্তুদ !

(লতিকার কাছে গিয়া তাঁর চিবুকে হাত দিয়া মুখ উঠাইয়া)

বল্, বল্ সই, মোর কিবা অপরাধ,
না বুঝিয়া আমি তোরে কিবা দিনু ব্যথা ?

লতিকা। তুই কি পারিস্ মোরে ব্যথা দিতে কভু ?
তবু তোর কথা শুনে' জাগে সুপ্ত ব্যথা।

কাল সন্ধ্যাবেলা উনি এসে উপস্থিত
আমাদেরে আগে কিছুমাত্র না জানা'য়ে।
শুইতে যাইয়া হ'তে প্রথম সাক্ষাৎ,
আনন্দউচ্ছ্বাসভরে বাহিরিল মুখে,
"তোমায় দেখিয়া এতকাল পরে মোর,
আহ্লাদে নাচিতে যেন হয় অভিলাষ।"

আগুনের ফুল্‌কি যেন পড়িল বারুদে,
মহাক্রোধভরে তিনি কহিলা গর্জ্জিয়া,
"বিদুষীদেবীর কাছে নৃত্যকলা শিখে',
হেন বাক্য উচ্চারিতে আমার সকাশে,
সাহসী হইলি তুই ওরে পাপীয়সি ?"
আরও কত কি তিনি অশ্রাব্য ভাষায়,
স্থানকালজ্ঞানহীন হইয়া বলিলা ;
সারারাত হ'ল মোর মেঝেতে শয়ন
তন্দ্রাহীন ; ভোর হ'তে বাহিরে আসিয়া,
দাঁড়াইয়া ছিনু আমি তোর প্রতীক্ষায়।

বিদুষী। অহো কি দারুণ বাণী শুনাইলি সখি !
আমি তাঁরে জানিতাম পরম বৈষ্ণব :
তোদের বিবাহকালে প্রথম আলাপে,
আমার যে মনোভাব হ'য়েছিল, তাহা
তোরে আমি বলেছিনু সুস্পষ্ট ভাষায়।
তুই তো জানিস্ মোর ধর্ম্মদ্বেষ নাই.
গোঁড়ামি দেখিয়া তাঁর মোর অসন্তোষ
কিছুমাত্র হয় নাই তাহা ও জানিস্।
সত্যকার ধর্ম্মভাব যদি থাকে কা'রো,
মানবের শ্রেষ্ঠগুণ ব'লে তারে মানি :
এ গুণ পরমলক্ষ্য বিবাহ-ব্যাপারে।
এ বিচারে তাঁরে আমি মন্দ দেখি নাই।
বিদ্বেষ আমার প্রতি আছে অনেকের,
তাঁরে শুধু দোষী করা না হয় উচিত।
তোর প্রতি তাঁর এই কটু-উক্তি মূলে,
আছে এই বিদ্বেষের ভাব বর্ত্তমান।
ক্রোধের কারণ তাঁর শুধু এ বিদ্বেষ,
ভাবিবার অবসর যদি হ'ত তোর,
ক্রোধপ্রশমনে তাঁর যত্ন তোর হ'ত।
বিরহীর তৃষ্ণা ল'য়ে আসি' তোর ঠাঁই
সারা নিশি কাটা'লেন হা-হুতাস করে,
তুই কিনা হতভাগী অভিমানভরে,

প্রেমাভিনয়ের এই সুযোগ ছাড়িলি ?
আমি হ'লে ক্রোধকালে তাঁরে বক্ষে ধরে'
বলিতাম, "প্রাণেশ্বর, ক্ষম অপরাধ,
অবোধ আমার কথা গ্রাহ্য নাহি করে' :
বিদুষীর কাছে কভু নাচ শিখি নাই,
ভালোরূপে জানি তাহা নাহি ভালোবাস,
যদিও তাহার নৃত্যে স্ফূর্ত্তি পাই প্রাণে :
'আহ্লাদে নাচিতে ইচ্ছা হয়' প্রচলিত
কথা মাত্র উচ্চারিনু, না ভেবো অন্যথা।"
ক্রোধাগ্নি তাহার হ'ত তখনই জল।
এই কি লো স্বামি-সেবা, তারে ভালোবাসা ?
শুধু মিষ্টভাষা চায় ভালোবাসা তোর ?
স্বামী বশ করিবার একই কৌশল—
দোষগুণ নির্ব্বিশেষে শুধু ভালোবাসা,
বিশ্বজনীন প্রেমের যা হ'তে উদ্ভব,
ভগবৎ প্রেম যার শেষ পরিণতি।
মাতৃস্নেহ সন্তানের দোষ নাহি দেখে,
পত্নীপ্রেম স্বামিচ্ছিদ্র করে অন্বেষণ ?
স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ তবে এত ভিত্তিহীন,
একে নারে অন্য-দোষ উপেক্ষা করিতে ?

লতিকা। বিনু লো, প্রাণের সখি, সাধে কি লো তোরে
এত ভালোবাসি ? বল্ তবে প্রতীকার

কিসে হবে এবে ? যদি তিনি ক্রোধভরে,
বাক্যালাপ মাত্র মোর সঙ্গে নাহি করে',
চলে যা'ন এইক্ষণে ?

বিদুষী। তিনি বুদ্ধিহীন
তোর মতো কভু নন ; পাবি পরিচয়
তার, চল্ ত্বরা করি', মানভঞ্জনের
প্রেমরসপূর্ণ পালা করিগে' সম্ভোগ।

(চলিতে চলিতে)

লতিকা। বিয়ে তোর হয় নাই, বিয়ে না করিবি
(আমায় তো অকপটে ব'লেছিস্ তুই ?),
এ প্রেম-রহস্য তুই শিখিলি কোথায় ?

বিদুষী। তোদের বাসরে আর ফুলের বাগানে।
কে বলে বিবাহ মোর হয় নাই ? মনে
বরের সুঠাম মূর্ত্তি গড়িয়া যতনে,
আমি তাঁর পূজা করি সদা মনে-প্রাণে।
তোদের যে ফুলশয্যা মাত্র এক দিন,
নিত্য মোর ফুলশয্যা হয় ফুলবনে,
দয়িতে পরাই মালা গাঁথি' নানা ফুলে :
মালাবদলের সঙ্গে তোদের সে সাধ
শেষ হয় দেখি, থাকে কবিত্বে কবির।
কল্পনাপ্রসূন ভালো বনফুল হ'তে,
চন্দনের সহযোগ বিনা রক্তজবা

স্থগন্ধি হইয়া পড়ে আরাধ্য-চরণে।
নরসেবা তরে হয় নারীর জীবন ;
প্রত্যক্ষদেবতারূপিস্বামিলাভ হ'লে,
সে কার্য্য স্থকর হয় তাহা বেশ জানি ;
নারীর প্রবল জানি সন্তানকামনা :
কিন্তু সন্তানের ভাবিপরিণামচিন্তা-
তুহিনপরশে কাম-ফুলের কলিকা
উন্মেষেই বাধা পেয়ে শীর্ণ হ'য়ে যায় ;
দাসত্বশৃঙ্খলপরা মূর্ত্তি সন্তানের,
নাহি পারি কল্পনায় দিতে আমি স্থান ;
দেশমাতৃকার পঙ্গু অগণ্য সন্তানে
দেখে' প্রজননস্পৃহা পায় বড় লাজ ;
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত এই জীবন প্রবাহ,
সন্তানে বিস্তৃতি লাভ যেন নাহি করে,
ভগবচ্চরণে মোর নিয়ত প্রার্থনা।

লতিকা। তোর সহ অধ্যয়নে, তোর সঙ্গলাভে,
শিখেছি অনেক কিছু, কৃতজ্ঞহৃদয়
লুটা'য়ে পড়িতে চায় তোর পদতলে ;
কিন্তু লো মরমসখি, এ অপূর্ব্ব বাণী
পূর্ব্বে শুনিনাই তোর স্থধাস্রাবী মুখে ?

বিদুষী। প্রথমে দাম্পত্যপ্রেম হৃদে স্ফূর্ত্তি পায়,
বিবাহ-ব্যাপার হয় সংঘটিত পরে।

দেখিলাম তোর হৃদি নিষিক্ত সে রসে,
মোর স্বরে উত্তোলিতে তোরে শঙ্কা হ'ল ;
কুসুম-আস্তীর্ণ নহে আদর্শের পথ,
পদে পদে পতনের শঙ্কা আছে তায় ;
নির্ভীক হৃদয় মোর তাহে নাহি ডরে,
অপরে প্রেরণা দিতে চলিতে সে পথে,
সঙ্কুচিত কিন্তু মন স্বভাবতঃ হয়।
ভগবৎ-কৃপা বিনা হেন দুঃসাহস—
সাধারণে যেই পথ করে পরিহার,
আদর্শের রূপে সেই পথাবলম্বন—
কা'রো মনে কোন কালে নাহি পায় স্থান।
ভগবৎ-ইচ্ছাকৃত এ তোর বিবাহ,
এই ভেবে চেষ্টা কর্ করিতে সার্থক।

২য় দৃশ্য

লতিকাদের বাটীর সম্মুখ।

(লতিকা ও বিদুষী)

লতিকা। আছেন, আছেন তিনি, ক্ষমেছেন মোরে,
নৈলে কেন হাহাকার-আভাস বাড়ীতে
কিছু নাহি পাই ? চল্ ত্বরিত গমনে,
তার মনে ব্যথা দিয়া অশান্ত হৃদয়।

(লতিকার মাতার প্রবেশ)

ল-মাতা। এত দেরী করে', বিদু, কেন এলি বল্ ?
সকাল হইতে তোর খোঁজ করে' করে',
জামাই আমায় যে, মা, অতিষ্ঠ করিল ?

বিদুষী। সত্য কাকী, ফাঁকি এর মধ্যে কিছু নাই ?
তিনি তো আমার প্রতি খুব খুশী নন,
হওয়া সম্ভব নয়, তাও সবে জান ?

(স্বগত) এ আগ্রহ বড় অর্থপূর্ণ মনে হয়।

ল-মাতা। তা কেন, তা কেন ? বড় ভালো স্বভাবের
জামাইটি মোর, শুধু গোঁড়ামিটা বাদে।
অমন বংশের ছেলে, তা একটু নিষ্ঠা
চাই বৈ কি ? বিদ্যাবুদ্ধি তোদের মতন,
তবু যে স্বধর্ম্মে মতি, খুব প্রশংসার
নয় কি ? আমি তো দেখি সেই গৌরাচাঁদ
তোর তো সবই প্রায় জানা, তবু শোন,—
উনি তো গৌরাঙ্গভক্ত আর সুসন্তান
দেশমাতৃকার বলে' অর্জ্জিলেন যশ :
একদা বেলুড়মঠে দেখে' এ যুবায়
পদাবলী গানেরত, মুগ্ধ হইলেন।
লতিকার প্রতি ওর আকর্ষণ-হেতু
এই পরিচয় জানি। নৈলে লতিকার
বিবাহ হইত এক দুরূহ ব্যাপার :

কেন না, উঁহার বর্ত্তমান মনোভাবে,
বিলাতফেরৎ বর ওঁর চক্ষুঃশূল।

বিদুষী। ঠিক্ কথা কাকী, তাই আমারো ধারণা।
গোঁড়ামিতে ওঁর নাই ভণ্ডামির লেশ।
আমাদের আধুনিক নৃত্যকলা শিক্ষা,
শুধু উনি নন, আমাদের কয়জন,
সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখে',
সাহসী হইয়া পারে করিতে প্রচার ?
কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মোর হইলে সহায়,
জেনো স্থির, একদিন লতিকার সনে,
রাসরসে ওঁরে আমি নাচা'ব, নাচা'ব।
নীতিক্ষেত্রে অনুন্নত মানব-সমাজে,
ব্যভিচার এ বিদ্যার দেখি যথাতথা :
কিন্তু রাসরসবেত্তা পবিত্রচরিত
ইঁহা হ'তে ব্যভিচার সম্ভাবনা কোথা ?
আচ্ছা কাকী, ক্ষমি' মোর নির্লজ্জ ব্যভার,
বল দেখি, তোমাদের দাম্পত্যজীবনে,
যুগলে গোপনে নৃত্য করিবার সাধ
হয় নাই কোন দিন ?

ল-মাতা। অবশ্য হয়েছে।
ঠাকুরবাড়ীতে দেখে' থিয়েটারে নাচ,
তোর কাকাবাবু বড় করেন আক্ষেপ,

নাচিতে শিখিনি মোরা। কীর্ত্তনের নাচে
যোগ দিয়া কিন্তু তিনি সেই অভিলাষ
পূর্ণ করেছেন কিছু ; আমি হতভাগী
তাঁর এই মনঃসাধ নারিনু পুরা'তে।

বিদুষী। তোমার সরল উক্তি আরও সরল
হ'ত যদি, কাকী, তুমি করিতে স্বীকার,
প্রেমানন্দে নৃত্যসাধ হয় স্বভাবতঃ।
ময়ূরের নৃত্যচ্ছন্দে নাচিবেই সেই,
যার আছে বিশ্বগতিতানলয়বোধ ;
উদ্বেলিত সমুদ্রের তরঙ্গের ভঙ্গে,
জন্ম লভে রুদ্রতালতাণ্ডব নর্ত্তন ;
কালবৈশাখীর মত্ত মাতঙ্গের ভাবে,
তাথৈ তাথৈ নাচে প্রেমোন্মত্ত জন।
জলক্রীড়াসাধ তথা অতি স্বাভাবিক—
মরালমিথুনে দেখে' কেলিপরায়ণ,
সরসীর মৃদুবাতলীঢ়নীলনীরে
অনুকারস্পৃহা জাগে প্রণয়িযুগলে।
লতিকা কোথায় গেল ?

ল-মাতা। লতিকার স্থানে।

৩য় দৃশ্য

লতিকার গৃহ।

(লতিকা স্বামীর পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে)

ল-স্বামী। ও কি কর? অপরাধী আমি তব ঠাঁই,
ক্ষমা চাহিবার কিন্তু নহে এ সময়,
সকল কাজের আছে সময় বিহিত।

লতিকা। কালাকালজ্ঞানহীনা আমি উন্মাদিনী,
কালেরে ফেলিয়া পিছে এসেছি ছুটিয়া।
প্রেমের-অঞ্জনলিপ্ত পত্নীর নয়ন,
স্বামিদোষ দেখা তার পক্ষে অসম্ভব।
দস্যু, দাগাবাজ স্বামী সমাজের চক্ষে,
নিজ কক্ষে পত্নীবক্ষে প্রেমের প্রতিমা।
স্বামীর দুর্ব্বাক্যে রোষ অভিমান যার,
সেই নারী পত্নীনামযোগ্যা কভু নয়।
এসেছি করিতে ভিক্ষা এই আশীর্ব্বাদ,
এই রিপু মোর হ'ক সমূলে নিপাত
শাণিত তোমার ক্ষমা-খড়্গের আঘাতে
তবে স্বামিদেবরূপে পূজিতে তোমায়,
থাকিতে তোমার পায়ে, হবে অধিকার ;
সখীজ্ঞানে আলিঙ্গন দিবে মোরে পরে,
সেবায় সন্তোষ লাভ হইলে তোমার।

(বিদুষীর প্রবেশ)

বিদুষী। এরি মধ্যে স্থরু মানভঞ্জনের পালা ?
কুঞ্জদ্বার রক্ষণের জ্ঞানহারা দোঁহে !
ভাগ্যে ছিল মোর এই রস-উপভোগ
ব্রজগোপীভাবে, তাই স্থযোগ ঘটিল,
মুক্ত দ্বার দিয়া কুঞ্জে প্রবেশিনু সোজা।
গোঁসাই মশায়, ক্ষম দস্যুতা আমার।
বিপরীত আচরণ দেখিলাম এ কি,
আহতা ফণিনী নিজ হিংসাবৃত্তি ভুলে'
প্রহর্ত্তার পদাঙ্গুষ্ঠ করিল লেহন !
প্রেমের গহনা গতি কে করে নির্ণয় !

(লতিকার স্বামী বিদুষীকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে)

ওটা প্রাপ্য জানি মোর সমাজনিয়মে,
বয়সে কনিষ্ঠা বলে' না করি গ্রহণ :
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্য কিন্তু অবশ্যই পাবে—
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম ভুঞ্জ দোঁহে স্থখে।
　　তপস্যা তোমার দেখি আছে বিলক্ষণ,
রাত্রিমাত্র অনিদ্রায় অনশনে যাপি',
রুষ্টাদেবীতুষ্টিলাভে হইলে সক্ষম।
জিজ্ঞাসিতে পারি কি হে সে দেবীর প্রতি
ক্রোধের কারণ ? আমি নাচি রঙ্গালয়ে,
গর্হিত-আচারী বলে' দোষী তব ঠাঁই :

কিন্তু সেই দোষ স্পর্শে দেবীরে কি ন্যায়ে ?
তুমি যাহা ভালো নাহি বাস বলে' জানে,
তার প্রতি আকর্ষণ হবে লতিকার,
অসম্ভব তাহা, তুমি অবশ্য জেনেছ,
পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের স্বল্পপরিচয়ে।

'অক্রোধপরমানন্দ-নিত্যানন্দ'-বংশে
জন্মলাভ করিয়াছ তুমি, অতএব
ক্রোধজয়ী বীর বলে' গর্ব্বাভিনিবেশ
নহে অসম্ভব। ক্রোধবশবর্ত্তী হ'য়ে
হেয় বলে' প্রতিপন্ন হবে মোর কাছে,
সেই শঙ্কা নাহি ক'রো। জানি সবিশেষ,
এই রিপু নাহি আসে স্থানকালপাত্র
করিয়া বিচার ; এর সমূলে বিনাশ—
যার অর্থ কামনার ঐকান্তিক লোপ,
যদিও বৈষ্ণব লক্ষ্য, দুরূহ ব্যাপার।
ষড়্‌রিপুজয় সর্ব্বধর্ম্মপরিণাম,
লক্ষ্য কর্ম্মজ্ঞানভক্তি-অধ্যাত্মযোগের।
ক্রোধপ্রশমনে চেষ্টা মানুষেরই থাকে,
তোমার বিশেষ আছে করি অনুমান ;
অতএব পরিতাপ বেশী নাহি কর।

লতিকা রমণীরত্ন, শিক্ষা বিজাতীয়
বংশগরিমায় তার গ্লানিমা আনিতে

হয়নি সমর্থ মোটে ; বংশের তিলক
তুমিও অপর পক্ষে ; সংসাহসের
গুণগ্রাহিতার আর, তুলনারহিত
পরিচয় যা দিয়াছ বিবাহ করিয়া
এই পরিবারে, তার ভূয়সী প্রশংসা
করা ও যথেষ্ট নহে।
ভগিনী সমান
আমি যারে ভালোবাসি, সর্ব্বান্তঃকরণে,
বল, ক্ষমিয়াছ তারে ? কর আলিঙ্গন
আমার সাক্ষাতে, এতে কোন দোষ নাই।
নয়ন জুড়াই দেখে' ; যুগল মিলন
অবিবাহব্রতী আমি বড় ভালোবাসি।
(লতিকার স্বামীর তথা করন)
(স্বগত) অসম্ভব এ আনন্দবেগসংবরণ !
সরে পড়ি।
(প্রকাশ্যে) নাহি চাহি জন্মাতে ব্যাঘাত
নিবিড়মিলন পথে তব দোঁহাকার।
বড় অভিলাষ মোর, আর একদিন,
যোগ্য পাত্র তুমি বড়, শুনা'ব তোমায়
নৃত্যতত্ত্বব্যাখ্যা, মোর যথা আছে জ্ঞান ;
রাসের রহস্য ব্যাখ্যা শুনা'বে আমায়
তুমি ; দুই কাজ হবে অবশ্য নির্জ্জনে।
(প্রস্থান)

লতিকা। বিদুষী যে দিল এত হঠাৎ চম্পট্,
বুঝিলে কারণ তার ?

ল-স্বামী। তিনি তো নিজেই
তাহা ব্যক্ত করিলেন ? কাল তুমি মোরে
আশায় বঞ্চিত কৈলে, বুদ্ধিমতী তিনি,
যদিও নহেন নিজে মোটে ভুক্তভোগী,
বোঝেন বিশেষ।

লতিকা। তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই,
নিবিড়মিলন লাগি' দিনের বেলায়,
কতই যে ব্যগ্র তাও জানে সে বিশেষ,
খোঁচা দিয়ে কথা ক'য়ে বোকাটি বনিয়ে,
দে দৌড়, দে দৌড়, তুমি হাঁ করে' রহিলে।

ল-স্বামী। তার কাছে বোকা বনা সুখের বিষয়।

লতিকা। কারণ কি জান ? তুমি বেহায়ার মতো
তাহার কথায় ভুলে' করিয়াছ যাহা,
তাহাতে তাঁহার হেথা তিষ্ঠানো যে দায়,
আনন্দে নাচিয়া ফেলা বিচিত্র না ছিল,
সরিয়া পড়িল তাই : বুঝিলে এখন ?

ল-স্বামী। তবে তো ঠকেছি বড়, না দেখিনু নাচ ?

লতিকা। এমন বৈষ্ণব হ'য়ে দেখিবে কি তাহা ?
পাপের ভয়ে যে তুমি বড় জড়সড় !

গোস্বামী। এবে তুমি সরে পড় ; মনে করিছেন
মা, জামাই এ যাত্রায় শায়েস্তা হয়েছে,
মেয়ের আঁচল ধরে' দিনের বেলাও
থাকিতেই চায়। জানি, মায়েরা ইদানীং
এর চেয়ে না বোঝেন প্রেমের মর্য্যাদা।

লতিকা। মাকে তুমি এত নীচ করিলে নির্ণয় ?
সাধারণ্যে তাঁর স্থান নহে কি বিশেষ ?

গোস্বামী। হওয়াই আশা করি, শুনে সুখী হনু।
পাশ্চাত্যপ্রভাবান্বিত স্ত্রীলোকই বেশী,
করিবে না অস্বীকার ইহা তুমি জানি।
আমি ও স্বীকার করি, সরমের ভাব
অতিমাত্র প্রচলিত আধুনিক কালে
যাহা আমাদের দেশে, তাহা শুদ্ধভাব
নহে ; তাই পরিত্যাজ্য। আসলে কি জান ?
এ সব ব্যাপারে মধ্যপন্থার আশ্রয়
সমীচীন, কিন্তু জনসাধারণ বড়
প্রবৃত্তির দাস, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ;
নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা সেহেতু উচিত।

লতিকা। তুমি স্নানাহ্নিক সার, আমি রাঁধি গিয়া।
বিদুষীর কাছে বসে' রাঁধিতে শিখেছি,
একথা চিঠিতে মোর জানিয়াও কেন
এবার আসিতে এত বিলম্ব করিলে ?

হঠাৎ আসিয়া মোর পরীক্ষা করিবে
দু' বিষয়ে—নাচিতে ও রাঁধিতে কেমন
পোক্ত হইয়াছি, তাই না জানায়ে এলে ?
উত্তীর্ণ হয়েছি তাতে যে বিষয় বড়,
রন্ধনবিদ্যার ও শীঘ্র দিব পরিচয়।
কাল শুধু ফলমূল, দুধ খেয়ে ছিলে,
বাবা তত নন, কিন্তু মা তাতে দুঃখিত।

গোস্বামী। "ফ্রুটেরিয়্যান্‌ডায়েট্"-নামক পুস্তিকা,
পাদ্যাখাদ্যবিচারে যা তুলনারহিত,
তোমরা পড়নি বুঝি ? ফল মানবের
স্বাভাবিক খাদ্য, রান্নাকরা খাদ্য মৃত,
প্রভৃতি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত
এই উপাদেয় গ্রন্থে। তবে তোমাদের
দুঃখের কারণ বেশী কি থাকিতে পারে ?
সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, হরীতকী,
আম্র ও পনস, ধান্য, মুদ্গ, তিল, যব,
গোক্ষীর, গোঘৃত, গণ্য আহার্য্য সাত্বিক :
আহারব্যবস্থা নিজ হাতে না রাখিলে,
সাত্বিক জীবন হয় দুঃসাধ্যযাপন।
শোন এ বিশেষ কথা—মা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা
ব্যতীত কে আর আছে স্বজন এমন
যে দরদ দিয়া করে আহার্য্য প্রস্তুত ?

এই কার্য্যে আবশ্যক আয়াসস্বীকার ;
এই চারিজন ভিন্ন কে করিবে তাহা
হৃষ্টচিত্তে ? অন্যে কষ্ট দেয়া অনুচিত।
প্রচারের কার্য্যে যেতে হয় নানা স্থানে,
স্বপাকব্যবস্থা তাই অতি-আবশ্যক।
মাকে এই কথাগুলি বুঝায়ে বলিয়ো।
খাদ্যাদিতে অসুবিধা হবে জানিয়াও,
হৃষ্টচিত্তে করিয়াছি বিবাহ তোমায়।
স্বপাকে অভ্যস্ত নিজে, আছিনু নির্ভয়,
তোমাদের অসুবিধা ভেবে ক্ষুব্ধ ছিনু।
ইহা পরীক্ষিত সত্য, 'ভাতেপোড়া' খেলে
শক্তি বেশী হয়। নিরামিষ খাদ্য সহ
খাঁটি দুধ, টাটকা ফল থাকিলে, তাহাই
হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ভারতবাসীর।
আধুনিক খাদ্যপ্রাণতত্ত্বানুমোদিত
খাদ্যতত্ত্ব পুরাকালাগত এ ভারতে।
নোংরামি ও ঢুকিয়াছে নারীর সমাজে,
স্বপাক ব্যতীত তাই গত্যন্তর নাই।
খাদ্যের শুদ্ধতা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়,
ধর্ম্মের সাধনোপায়, নাই বা বলিনু,
যদি ও ধর্ম্মের নামে যে কোন সাধন
বেশী ফলপ্রদ হয়, ইহা নিঃসংশয়।

আর এক বড় সুবিধাও এতে আছে—
নিমন্ত্রণ খেতে কেহ সহজে না বলে ;
যারা ভালোবাসে—খাওয়ালে সুখী হয়,
এই দোষ পরিহারে তারা যত্নবান্।

৪র্থ দৃশ্য

লতিকার মা খাস্ কামরায় আসীনা।

ল-মাতা। জামাই বেচারী কাল না খেয়েই ছিল—
খেয়েছিল যা তা না খাওয়ার সামিল।
এ বয়সে এ গোঁড়ামি, বাহাদুর বটে!
ওদিকে ভাসিছে দেশ অনাচারস্রোতে!
এ কৃচ্ছ্রসাধন এই সোনার শরীরে
দেখিয়া পরাণে পাই বিষম আঘাত ;
মায়ের পরাণ ওর করে গো কেমন ?
আজ ও বেলা হ'ল, নাই চেষ্টা আহারের!
মেয়েটাও তার ঘরে সেই যে ঢুকিল,
বেরুতে না চায় ; বয়সের ধর্ম্ম এ যে,
এ বয়সে কি ছিলাম নিজে, তা তো জানি ?
একটা ঝি নাই তাকে ডাকিতে পাঠাই।
বিদুরে ডাকাই ডেকে আনিতে লতিরে,
না, নিজেই গিয়া করি অসঙ্গত কাজ ?

(সবেগে প্রবেশ করিয়া)

লতিকা। রান্নার যোগাড়, মাগো, শীঘ্র করে' দাও,
আমার হাতের রান্না খেতে তিনি রাজী।
কাল অসময়ে মোর কষ্ট হবে ভেবে
দেননি রাঁধিতে ; বিশেষতঃ, ফলে, দুধে
পূরাতৃপ্তি আহারেতে হয় তাঁর জেনো।
রাঁধিতে যে কষ্ট তাহা আত্মীয় ব্যতীত
অপরে না দেয়া তিনি সঙ্গত ভাবেন,
স্বপাকে অভ্যস্ত তাই করেছেন নিজে,
কৃচ্ছ্রের সাধন নহে উদ্দেশ্য ইহার ;
রসনাশাসন মূলে আছে কিছু জানি।

ল-মাতা। কি আনন্দ ! সব ঠিক্, নেয়ে নে শীগ্‌গির।
সোনার মানুষ এযে মাটীর মানুষ !

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

লতিকার মাতাপিতা তাঁহাদের শয়নকক্ষে উপবিষ্ট

ল-মাতা। এবার জামাই দেখি অনেক দুরন্ত।

ল-পিতা। কি রকম শুনি? ভয় হয় কথা শুনে'।

ল-মাতা। রকম আর কি? এই, গোঁড়ামিটা কম,
লতির সহিত মেলামেশা স্বাভাবিক—
বাগানে বেড়ান, দিনে আলাপ ব্যভার,
সবার যেমন হয়ে থাকে, সব চলে।

ল-পিতা। বিন্থ তো সঙ্গেই থাকে? তবে ভয় নাই।

ল-মাতা। সে না থাকিলেই বুঝি এতে দোষ হয়?

ল-পিতা। নিশ্চয়, নহিলে পূরাদস্তুর সাহেবি
যে হয় তা বোঝ? এটা বোঝনা তোমরা,
কেন না, তোমরা কিছু বেশী অগ্রসর।
ঠেকিয়া শিখেছি বেশ, অতীত জীবনে
নিজের সাহেব-আনা বর্ত্তমানে বড়
বাধা চলিবার পথে—শ্রদ্ধা-আকর্ষণে
লোকের সমর্থ নয়। এই শ্রদ্ধা বিনা
দেশহিতসাধনের কল্পনাই বৃথা

বলে' মনে হয় মোর। ভাব একবার,
এ বয়সে আমাদের ছেলেখেলাকথা ;
সেই ধূলাখেলা হবে প্রিয় ইহাদের,
শুনিলে আমার মন পায় বড় ব্যথা।
ভয় নাই, দেবোপম এরা তিন জন,
মোদের যৌবনলীলা স্পৃহণীয় বলে'
গ্রাহ্য নাহি হবে ইহাদের। এ ধারণা
প্রেরণা দেছিল মোরে, বিবাহবন্ধনে
বাঁধিতে লতির সনে বৈষ্ণবপ্রবর,
স্বভাবনির্ম্মলফুলসম এ যুবায়।
মহাপ্রভুবংশলোপে পাই মর্ম্মপীড়া,
দেখিলাম এ যুবায় তাঁর প্রতিচ্ছায়া,
কায়া দান কৈতে তীব্র মনোবাসনায়
তাই—এর বংশরক্ষাসঙ্কল্প হইতে,
এ বিবাহ সংঘটন, নাহি যার মূলে
রূপজকামজ মোহ ; উদ্দেশ্য যাহার
সৎপুত্রলাভ ; সৃষ্টি ভগবৎ-লীলা,
সৃষ্টিরক্ষা তাই জানি তাঁর অভিপ্রেত।
সন্তানকামনা বিনা পত্নীসহবাস
ভক্তির বিরোধী ; ভগবদিচ্ছা মানি'
সৃষ্টিরক্ষা তাঁর, মাত্র সৎপুত্রলাভ-
তরে যৌনসম্মেলন, দাম্পত্যজীবন।

ভক্তিমান্ এ যুবক হইত সন্ন্যাসী,
অঘটনঘটনায় যিনি পটীয়সী,
অচিন্ত্যস্বরূপা সেই মহামায়া যদি
আমারই মুখ দিয়া যুক্তি এইরূপ
নাহি শুনাতেন তারে। শৈশব অবধি
লতির শিক্ষায় আমি ছিনু অবহিত,
তুমি বেশ জান, তবে কেন ভেবে মর
জামাতার গোঁড়ামিতে? তার প্রয়োজন
বর্ত্তমানে খুব আছে, ম্লেচ্ছের আচার
সাজসজ্জা করে' যবে সমাজের দ্বারে
দিতেছে নিয়ত হানা। দেখিতে না পাও?
বিজু, লতি, দেখিতেছ, নহে সাধারণ,
জামাতা অসাধারণ এতে দুঃখ কেন?
বিজেতৃ-জাতির অনুকরণ সর্ব্বথা
অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ভাষা-পরিচ্ছদে।
ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন-অবসরে,
ভারতীয়জাতিলোপ নিশ্চিত যেমন,
তেমন অপর হেতু নহে, জানি স্থির।
জাতীয় শিক্ষার আগে ব্যবস্থা না করে',
নিরক্ষর, তাই উদরান্নসংস্থানের
উপায়বিহীন, অগণিত পল্লীবাসী
যারা, তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাতরে

কোন চেষ্টা না করিয়া, এ কি করিলাম ?
রাজনীতিচর্চ্চা, তাও বিজাতীয় ভাবে !
স্বরূপের উপলব্ধি জীবনসন্ধ্যায় !

ল-মাতা। ও কি কথা বল তুমি, মর্ম্মঘাতী কথা ?

ল-পিতা। আয়ুষ্কাল পরিমিত, সাফল্যে কার্য্যের
লোকে থাকে পাসরিয়া ; কারণ তাহার,
জীবনের পরিমাপ কর্ম্ম দিয়া হয়।
সাফল্যে সন্দেহ আনে নৈরাশ্য জীবনে।

ল-মাতা। কেন পুনঃ হেন কথা ? এই না বলিলে,
লতিকা, বিদুষী, তুই নহে সাধারণ,
জামাই তদ্রূপ ? তবে কর্ম্মে সাফল্যের
চিন্তা এত কেন ? তিনতিন জীবনের
নিয়ামক যেই, তার নৈরাশ্য না সাজে ?

ল-পিতা। ভক্তি আছে যার তার নৈরাশ্য কোথায় ?
নিরাশ আমি তো নহি ? গৌরাঙ্গচরণে
রহুক অচলা ভক্তি, এ প্রার্থনা মোর।
নিজে জানি' তাঁর দাস, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি'
যাবৎজীবন, কর্ম্ম করিব নিয়ত।

২য় দৃশ্য

লতিকার গৃহ।

গোস্বামী। বিদুষীদিদির পেয়ে স্পষ্ট পরিচয়
অতীব স্তম্ভিত আমি, লজ্জিত ও বড়।
যে কোন লোকের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ
বৈষ্ণবের অনুচিত, এ ক্ষেত্রে বিশেষ।
বিবাহের কালে পেয়ে ওঁর পরিচয়,
উনি যে সামান্যা নন বুঝিতে আমার
হয় নাই কিছুমাত্র ব্যাজ : আকর্ষণ
ওঁর প্রতি যথেষ্টই হয়েছিল মোর ;
নৃত্যে মতি দেখে' ওঁর সংবরিনু নিজে।
পরে যবে শুনিলাম, রঙ্গালয়ে উনি
নৃত্যপটু অভিনেত্রী, কি যে মর্ম্মপীড়া
ভুগিলাম, জেনো তাহা বর্ণনা-অতীত।
ওঁর সাহচর্য্যে তব বিপথগমন-
সম্ভাবনা-চিন্তা হ'ল ইন্ধনস্বরূপ
প্রজ্বলিত হুতাশনে। অবশ্যই জান,
অতিপ্রিয় পাত্র যেবা তাহারই ক্রটি
লোকের অসহ্য অতি, ধৈর্য্যচ্যুতিহেতু।
বিকারকারণ বর্ত্তমানে বিচলিত

না হওয়া নিঃসন্দেহ ধীরের লক্ষণ ;
এ ব্যাপারে বুঝিলাম, সে শিক্ষা আমার
এখনও হয় নাই। তব দোঁহাকার
ক্ষমাভিক্ষা সেই জন্য কর্ত্তব্য আমার।
না চাহিতে ক্ষমা তুমি করিবে আমায়,
ইহা হিন্দু আদর্শের নহে অগোচর।
বিদুষীদিদির কিন্তু দেখিয়া সে গুণ,
স্থান দিই তাঁরে আমি উচ্চ বৈষ্ণবের
আসনে। তাঁহার শিক্ষা, করি অনুমান,
তোমার যেমন, তব পিতৃদেব-স্থানে।
শিক্ষাদানপটুতার যোগ্যমানদানে
কৃপণ না হয়ে, আমি অবশ্য করিব
শিক্ষাগ্রহীত্রীরে মহাগৌরব প্রদান।

লতিকা। এই অবসরে তবে আমিও করিব,
তব জ্ঞেয় এক বড় সত্যের প্রকাশ—
বাবার গৌরাঙ্গভক্তি পরিণতিলাভ
না কৈত যদি না সেই 'প্রেমের ঠাকুর'
তোমা হেন শিক্ষাগুরু আনি' মিলাইতা।
এ নহে আমার উক্তি, বাবা শতমুখে
প্রকাশ করেন তাহা। প্রথম দিবস
শুনে' সবে তব মুখে চৈতন্যচরিতা-
মৃত-ব্যাখ্যা হয়েছিনু মুগ্ধ সাতিশয়।

গোস্বামী। কিন্তু আমি কত ভ্রান্ত ছিনু এতকাল!
রাসের রহস্য ব্যাখ্যা করি যথাতথা,
নৃত্যতত্ত্বনিরূপণে ছিনু উদাসীন।
তার ব্যাখ্যা করে' দিদি কৈলা জ্ঞানদান।
লতিকা, আমায় তিনি করিবেন ক্ষমা,
করিবেন তিনি মোরে নৃত্যানন্দ দান?

লতিকা। সে তোমায় ভালোবাসে, তুমি বোঝ নাই?

গোস্বামী। সে কি কথা? তব মুখে হেন অপবাদ
তার? শোভা নাহি পায় শত্রুরও মুখে?

লতিকা। ইহা যদি অপবাদ, স্তুতিবাদ কারে
বলে শুনি? নহে কি সে নারী-শিরোমণি?
শরীরসম্বন্ধস্পৃহা করে' পরিহার,
হেন ভালোবাসা হৃদে করিতে পোষণ
কে হয় সমর্থ বিনা বিদুষীসদৃশী
নারী? অসম্ভব যাহা তারও সম্ভাব্যতা
প্রমাণ করিতে শুধু সেই শক্তি ধরে।
তাহার প্রমাণ তুমি অবশ্য পেয়েছ
অদ্যকার নৃত্যতত্ত্বব্যাখ্যা-অবসরে।
তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে পিতা আমার
তাঁহাকে পরাস্ত করে' এই ব্যাখ্যাবলে,
দুস্তীর্য্য তরঙ্গাকুল পরীক্ষাসাগরে
নিক্ষেপিল আপনায়—রঙ্গালয়ে নাচি'

নৃত্যের আনন্দদানশক্তি বুঝাইতে।
বস্তুতঃ, উহার নাচ দেখিলে বুঝিবে
অপার্থিব ভাব তার, সমক্ষে যাহার
কলুষিত ভাব রহে মন্ত্রৌষধিমুগ্ধ
বীর্য্যহীন নতশিরা বিষধরসম।
আর এক কথা, ভালোবাসা বলিতেই
তার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধকল্পনা,
তোমা হেন বৈষ্ণবের না হয় উচিত।
কয়েক তোমার জানি আছে সহোদরা,
তাহাদের সঙ্গে, বল, এক তুলাদণ্ডে
বিদুষীর পরিমাপ যদি কর তুমি,
হবে সে গুরুত্বে কম ?

গোস্বামী। কথনই নয়।
স্নেহশীলা, ক্ষমাময়ী দিদি জানি তাঁরে,
প্রাণ ভরে' যায় তাঁরে দিদি সম্ভাষিতে।
না জন্মি' বৈষ্ণবকুলে, বৈষ্ণব স্বভাব
এমন আমার চখে পড়ে নাই আর !

লতিকা। বিদুষী, আমার মতো, তবে জেনো স্থির,
দেখিয়া তোমার দোষ রুষ্টা কভু নয় ;
নাচ তার দেখিবার অভিলাষ তব
অবশ্য পূরিবে।

গোস্বামী। কালবিলম্ব না সয়।

তুমি তাঁরে মোর তরে কর অনুরোধ,
এ নহে বাঞ্ছিত মোর ; তোমার ইচ্ছায়
সকলই তাঁহার সাধ্য। চাহি পরীক্ষিতে,
তোমারই মতো তিনি আমায় দেখেন
কি না, দূরত্বের অপগমে, মোর সনে
ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে কত। আশা করি,
বুঝেছ মরম মোর। সুযোগ বুঝিয়া
আমিই বিনীতভাবে জানাব প্রার্থনা,
স্থানকালবিনির্ণয় মাত্র তব কাজ।

৩য় দৃশ্য

বিদুষীদের বাড়ী বা লতিকাদের বাড়ীর এক পৃথক্ অংশ।

সত্যেন্। বসে' বসে' কত কাল কাটাইবি বল্?
এক সঙ্গে বি-এ পাশ করে' আমি, দেখ্,
উকীলের 'ধড়াচূড়া' শোভে কাছারিতে,
বার্‌লাইব্রেরীতে যে গাঁজাখোরি সব
গল্প হয় তাতে করি চিত্তবিনোদন,
তাম্রকূটধূম্রে হয় জীবাণু-সংহার ;—
বৈজ্ঞানিক "মার্, মার্" করিছে হুঙ্কার,

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে চুপ থাকা যায় ?
দুর্গন্ধের অসুবিধা আছে যদি বল,
বিধাতার অবিচার, বিজ্ঞান নাচার ;
পলাণ্ডুর চূর্ণসার পেতে যদি চাও,
দুর্গন্ধের অসুবিধা স্বীকার্য্য তোমার।
ফেনিল, দেখনা, নিজে দুর্গন্ধ কেমন,
অথচ দুর্গন্ধনাশ তার মুখ্য কাজ !
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, অহো বিজ্ঞান-মহিমা !

সুষেণ। তুমি বক্তা, তুমি শ্রোতা, এ যদি নিয়ম,
আপত্তির মোর নাই কিছুমাত্র হেতু ;
নচেৎ বাক্যের জাল গুটাইয়া রেখে,
সোজাসুজি প্রকাশহ বক্তব্য তোমার।

সত্যেন্। সোজা কথা, কর্ত্তব্য কি করেছিস্ স্থির ?

সুষেণ। আমি কি করিব ? কাকা, ভালো যা বোঝেন,
তাহাই কর্ত্তব্য মোর, এটা বেশ জান ?

সত্যেন্। এ কথায় আমি সায় দিতে নাহি পারি ;
কাকা যাহা করিবার করে' চুকেছেন,
তাঁর মুখাপেক্ষী থাকা এখন অন্যায়,
গলগ্রহ থাকা আত্মমর্য্যাদানাশক।
নিজের পায়ের 'পর দাঁড়াইতে শেখ্,
তিনি যে খেয়ালী কত তাহা তো জানিস্ ?
ক্ষেমাটাকে বিলাতে না পাঠাইয়া মাটী

করিলেন একেবারে। যা'ক, তার বেশী
বিদ্যাবুদ্ধি নয় বলে' বিলাতে পাঠাতে
রাজী না হওয়া আমি খুব অসঙ্গত
মনে করি নাই ; কিন্তু তোকে পাঠাইতে
আছিল কি দোষ ?

সুষেণ। তাহা তিনিই জানেন,
আমার সে বিচারের নাহি অধিকার।
তোমাদের শুধু দেখি বৈদেশিক ভাব।
শৈশব অবধি যাঁর অন্নে পুষ্ট আমি,
সন্তানের অপেক্ষাও সমধিক স্নেহে
যিনি মোরে করিছেন নিয়ত পালন,
তাঁর গলগ্রহ আমি ? একথা ভাবাই
আমি পাপ মনে করি, কেন না, জানিলে
হেন মনোভাব তিনি, দুঃখিত হবেন ;
তাঁর মনে পীড়াদান পাপের সামিল।
ইংরেজীপড়ার ভূতে পায় যে মোদেরে,
তোমায় দূষিলে এতে নাহি কোন ফল।
যদিও নিজেই কাকা গেছেন বিলাত,
এখন বিলাতযাত্রা দূষ্য তাঁর কাছে,
তোমার পিতার ভাব হুবহু যেমন।

সত্যেন্। কি বলিস্ ? চোরে চোরে মাসতুত ভাই ?
বাবাকে, কাকাকে তোর এক ভূতে পেল

তবে ? বাবাকে তো "বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী,"
জানিতাম, তোর কাকা তলেতলে তাঁর
সঙ্গে মিলিলেন কবে ? চিন্তার বিষয়।

স্থষেণ। কটু-উক্তি গুরুজনপ্রতি অসঙ্গত।
এ ব্যাপারে মিলনের নাহি প্রয়োজন ;
নূতন হাওয়া এক বহিছে দেখনা ?—
বিলাত হইতে যাঁরা ফিরেছেন আগে,
তাঁহাদের অধিকাংশ বিলাতযাত্রার
আদৌ পক্ষপাতী নন। কারণ বিস্তর।

সত্যেন্। আমি জানিতাম উগ্র খেয়ালী বাবাকে।
তোর কাকা অনুরূপ খেয়ালে চলেন,
এটা (সত্য বলিতে কি ?) নাহি জানা ছিল।
বিদুষীর বিয়ে বন্ধ এ খেয়ালে বুঝি ?

স্থষেণ। বলিতে পারি না ভাই। মোর মনে হয়,
আমাদের হীনাবস্থা দেখে' যোগ্য কেহ
রাজী নয় বিদুষীরে বিবাহ করিতে।

সত্যেন্। বিলাত হইতে যারা প্রত্যাগত হন,
অর্থনীতি চর্চা করে', তাঁহাদের এই
ভাব নহে অসম্ভব, কিন্তু বিদুষীর
বিয়ে বন্ধ এ কারণে, বিশ্বাস না হয়।
বাঙ্গালীযুবকবৃন্দে গুণগ্রাহী নাই ?

স্থষেণ। অর্থ বিনা গুণগ্রাম অচল এখন,

হিন্দুসমাজেই নহে, বিলাতীপ্রথায়
যারা আস্থাবান্ তাহাদের অভ্যন্তরে।

সত্যেন্। কি আশ্চর্য্য! কোন্ দলে ফেলিস্ আমায়?

সুষেণ। শেষ দলে।

সত্যেন্। বেশ, আমি যদি রাজী হই
বিদুরই জন্য তাকে বিবাহ করিতে?

সুষেণ। ঠাট্টা কেন ভাই? যেই বিদু আশৈশব
পর-অন্নে পুষ্ট, পর-অর্থেই শিক্ষিতা,
তাকে তুমি পত্নীরূপে করিবে গ্রহণ?

সত্যেন্। ঠাট্টা মোটে নয়, লিখে প্রতিশ্রুতি দিতে
এখনই প্রস্তুত।

সুষেণ। তবে কাকাকে জানাব?

সত্যেন্। বোকার মতন কথা না বলিস্ ভাই,
তিনিই যে বিদুষীর বিবাহবিরোধী
নন, কে বলিতে পারে?

সুষেণ। না, না, অসম্ভব।

সত্যেন্। কল্পনাবিমানচারী, আর যে খেয়ালী,
একশ্রেণীভুক্ত; তোর কাকা ও মহাত্মা
সমান সমান।

সুষেণ। কিন্তু কাকা এত বড়
হইতে না পারিতেন তবে। আমাদের
একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে, বিদুষীর

বিবাহব্যাপারে তাঁর ঔদাসীন্য হেন
অতি অশোভন। আমাদের অর্থাভাব
বিদুষীর বিবাহের মাত্র অন্তরায়।

সত্যেন্। তাই যদি, ওর শিক্ষিকার শ্লাঘ্য কাজ
করাই সঙ্গত ?

সুষেণ। কাকা তাহাতে নারাজ।

সত্যেন্। কেন ?

সুষেণ। তাঁর মতে, প্রথমতঃ, মেয়েদের
অর্থার্জ্জন এক অতি-বিজাতীয় ভাব ;
দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর
সংস্কার ব্যতীত, বিদুষীর এই কাজ,
সামাজিক ব্যবস্থায় নহে নিরাপদ্।

সত্যেন্। কাকা তোর অদ্বিতীয় আদর্শপূজক।
নিন্দা নাহি করি, সমাজের বর্ত্তমান
অবস্থার প্রতি—দারিদ্র্যের প্রতি খুব
দৃষ্টি রেখে', ইহাদের আদর্শকে আমি
সমাজকল্যাণকর ভাবিতে না পারি।

সুষেণ। যা'ক্, তাঁর গুণাগুণ বিচারের নহে
এ সময়, আমাদের সাজেওনা তাহা।
তিনি যাই হন, যদি তুমি বিদুষীরে
বিবাহ করিতে চাও, খুশীই হবেন,
এতে সন্দেহের নাহি মাত্র অবসর।

সত্যেন্‌। তবে তাঁর মত নিতে চেয়েছিলি কেন ?
আমি তো এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকি,
বিভুর সহিত মোর মেলামেশা, আর
ওর সঙ্গে আলাপের সুযোগসুবিধা
হয়, তার বন্দোবস্ত হইলেই মোরা
বুঝে নিব ভিতরের অবস্থা কেমন,
অর্থাৎ বিবাহে ওর মত আছে কি না।
তারপর সকলের অভিমত জানা
সহজেই হবে। বর হিসাবে আমাতে
অপছন্দ করিবার এমন কি আছে ?
সুষেণ। তাই হবে, মা ও শুনে খুশীই হবেন।
সত্যেন্‌। বিশেষ একটা কথা বলিবার আছে।
ক্লাশে মোরা অনেকেই বন্ধুভাবে থাকি
(ছাত্রজীবনের এই মধুর আস্বাদ
পায় লোকে জীবনের মিষ্টান্নভাণ্ডারে ?),
পড়া ছেড়ে ভুলে যাই এ স্নেহবন্ধন।
যদি না এমন হ'ত, কন্যাদায়গ্রস্ত
মোদের সমাজে যদি আমার মতন,
দলেদলে যুবকেরা, কপর্দ্দকপ্রাপ্তি-
মাত্র আশা না করিয়া, বাঞ্ছিত পাত্রীর
করিত সন্ধান বন্ধুদের পরিবারে,
সযত্নে, সাগ্রহে, এই গুরু সমস্যার

সমাধান অবিলম্বে হইত সরল।
আমার এ উক্তি আত্মশ্লাঘা না ভাবিস্,
সম্বন্ধনির্ণয়ে এটা বিচার্য্য বিষয়।

সুষেণ। হিন্দুরা মোদেরে মোটে ভাবেনা আপন ;
যাহা কিছু করি মোরা হিতকামনায়
তাহাদের, তার মূল্য মাত্র ততটুকু
দেয় তারা, ইংরেজের দরদ যতটা
ভারতের হিতে পায়, তার বেশী নয়।

সত্যেন্। তোরাও তাদের চিত্ত কৈতে আকর্ষণ
হয়েছিস্ অপারগ ? আশ্চর্য্য সংবাদ !

সুষেণ। কেন না হইব ? বিদুষীকে ধরা যা'ক্
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল, কেন না, তাহার
তুল্য হিঁদুয়ানি চাল কাকারও নাই ;
সব নষ্ট তার এক দোষে—নৃত্যে মতি
ওর শুধু নয়—রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবে।
নিষ্কাম রাসের নৃত্য এই সূক্ষ্মতত্ত্ব
লোকে বুঝাইতে ওর এই দুঃসাহস,
হতভম্ব হইয়াছি আমি তো দেখিয়া !
কাকার সম্মতি আছে তাই নিরুপায়।
স্ত্রীশিক্ষা যা প্রচলিত. হিন্দুকল্পনায়
বিসদৃশ তাহা, রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের
নাচ, মর্ম্মঘাতী এক বীভৎস ব্যাপার।

সত্যেন্। শুনি, গোস্বামীও এবে মেতেছে ইহাতে ?
স্থষেণ। গোস্বামীর রাসরস ইহাতে যে আছে,
গোপনে আস্বাদ তাঁর হয় সে রসের।
সাধারণ্যে সে রসের প্রচার তাঁহার
অভিপ্রেত, ইহা বলা, আর নিন্দা করা
তাঁর, তুল্য মনে করি। সমাজসংস্কারে
ব্রাহ্মেরাই বাড়াবাড়ি দেখায় প্রথমে,
এখন মহাত্মা-আদি সে পথেই যা'ন।
কাকাকে ও এই দোষে দোষী মনে করি,
যেহেতু বিন্থরে তিনি বাধা নাহি দেন।
সোয়ামী বিবেকানন্দ, সেই লোকোত্তর
ক্ষণজন্মা দেশভক্ত জন, দেখাইলা
যেই পথ, এঁরা যা'ন করে' পরিহার ;
ইঁহাদের সাহসেরে বলিহারি যাই।
সত্যেন্। ফিরা'ব বিন্থর গতি, ফিরা'ব নিশ্চয়,
আমার প্রণয়ে যদি সে আবদ্ধ হয়।
তোর প্রতি উদাসীন না ছিলাম কভু,
বেকার অবস্থা দেখে' এবে চিন্তান্বিত।
বল্ ভাই কি করিবি, কিছু স্থির হল ?
স্থষেণ। কাকা বলেছেন, দার্জ্জিলিঙে বাছাবাছা
খরিদ্দার ঠিক্ করে', বড় রকমের
একটা দোকান, ওর ঠিক্ কেন্দ্রস্থলে

স্থাপন করিতে চেষ্টা চলিতেছে তাঁর।
বাণিজ্যব্যাপারে খাঁটি অভিজ্ঞতালাভ
যেমন করিলে হয়, তদ্অনুরূপ
শিক্ষাদানে অবহিত সর্ব্বদাই তিনি।
ক'বছর নানাস্থানে পর্য্যটন মোর
নিশ্চয় করেছ লক্ষ্য। বুক্‌কিপিং ছাড়া
এ বিষয়ে অন্যবিধ বইও পড়েছি।

সত্যেন্। এ বড় চমৎকার কথা শুনাইলি।
আমার মাথায় এই খেয়াল আসিলে
ওকালতি ঝকমারি করিতে কি যাই?
ভূতলে কাকার তোর ভাব নেমে আসে,
সুউচ্চে উড্ডীয়মান পতত্রীর প্রায়,
খাদ্য-আহরণে হয় যথা প্রয়োজন।

সুষেণ। এতদিনে এই জ্ঞান হইল তোমার?

সত্যেন্। ভেবে দেখ্, জ্বালাতন হয়েছি বড়ই
অনুরূপ ভাব দেখে' বাবার আমার,
সেহেতু (স্বীকার করি) তোর কাকা, সম
বিদ্বেষের পাত্র হয়ে আছেন হৃদয়ে,
আমি খুব ভালো চখে দেখি নাই তাঁরে?
বস্তুতঃ, বিনুর জন্য মোর প্রাণ কাঁদে,
এমন শিক্ষিতা গুণবতী মেয়ে হয়ে,
সে কি না অবিবাহিতা এ ভরাযৌবনে?

এ ধারণা এ পর্য্যন্ত আছিল আমার,
শুধু তোর কাকা দোষী, বিদু নিজে নয়,
কেন না, স্বদেশী অতি সকল বিষয়ে
স্বদেশী হওয়া তার বিবাহ বিষয়ে
স্বভাবসঙ্গত। শুধু নিজে বিদ্যাবতী
বলে' নয়, বিজাতীয়শিক্ষাপ্রাপ্ত কেহ,
ভেল্কীবাজি দেখাইয়া করিবে হরণ
ওর মন, অসম্ভব ইহা। যা' বলিলি
তাহাই সঙ্গত বলে' মনে হয় এবে।

সুষেণ। কিছু খাবি ভাই? বিদু, শীঘ্র আয় হেথা।

(প্রবেশ করিয়া)

বিদুষী। কেন দাদা? (সত্যেন্‌কে দেখিয়া)
আপনি যে, ভালো তো সবাই?
কাকা বাবু, ছেলেপীলে? কাকী মা কেমন?
এখন তো কাকা বাবু, শুনেছি, তাঁহার
মনস্তুষ্টিসাধনেই সতত তৎপর।

সুষেণ। বিদু, সেই জিনিস্‌টা শীঘ্র করে' আন্।
ওরা পুডিং কেক্ খায়, জিহ্বার উন্নতি
হবারই কথা, তবু এটা চেখে যা'ক।
গরীব আমরা ভালোবেসে যাহা দিব,
ভালো না হলেও ওর ভালোই লাগিবে।
কেমন না, ভাই? ওকি, জবাব বন্ধ যে?

সত্যেন্। মিষ্টি করে' গা'ল দিতে শিখেছিস্ বেশ,
বিদুরই কাছে তোর এ বিদ্যাটা শেখা।

বিদুষী। আপনি যে ঠেস্ বড় করিলেন ফাঁকে,
জবাব তাহার আমি ফিরে এসে দিব,
চট্ করে' তৈরী করে' নে' আসি খাবার।

(প্রস্থান)

সত্যেন্। (স্বগত) সেই আগেকার মতো,—নির্ম্মল সলিল,
নির্ঝরিণীসমুদ্গত, ধরণীর তলে
প্রবাহের হেতু নাই মাত্র আবিলতা।
সমল-অঞ্জলি নহে যোগ্য এর পানে।
নরপশু পরিণয়ে হ'তে পারে দেব,
এ সত্য-আভাস প্রাণ পরশিছে আজ।

সুষেণ। এরূপ তো বহুকাল দেখিয়াছ তুমি,
এখন ধেয়ানে মত্ত হলে কি কারণ ?

সত্যেন্। (একটু চমকিয়া উঠিয়া)
সত্যি ভাই, ব্যথা পাই তোমার কথায়।
তোমাদের তুল্য আমি দেশভক্ত নই,
একথা স্বীকার্য্য, কিন্তু বাবা, সবে জানে,
তোমার কাকার কাছে স্বাদেশিকতায়
কম নন। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমি,
তাঁহার মতেই এবে অভ্যস্ত চলিতে।
তিনি সব ছেড়েছুড়ে, যদিও তোমার

কাকার সদৃশ নন, বহুলাংশে তাই ;
তবে কেন দোষী আমি বিদেশী আহারে ?
আহারে ও পরিচ্ছদে বিদেশী হইলে,
শত চেষ্টাতে ও লোক স্বদেশী না হয়।
এটুকু সুশিক্ষা আমি পেয়েছি বাবার
কাছে, বর্ত্তমান গোঁড়ামিতে তাঁর আমি
যদিও সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে নারি।
আর এক কথা তুমি রাখিও স্মরণে,
আচারে ও ব্যবহারে তোমাদের মতো
অনেকাংশে না হইয়া, বিদুষীর পাণি
প্রার্থনা করিনি।

(প্রবেশ করিয়া খাবার রেকাব রাখিয়া)

বিদুষী। পানিপান আগে তবে
করুন এখন। চা'র আশা এ বাড়ীতে
কিন্তু ঠন্ ঠন্ ; জানা আছে আপনার।
অনুমতি পাইব কি বসিতে এবার,
দু'জন ব্যাপৃত বুঝি গুপ্তমন্ত্রণায় ?

সুষেণ। নে, নে, স্থির হয়ে বস্। বড়ই চালাক,
আড়ি পেতে কথা শুনে, এখন চালাকী।

বিদুষী। দাদা, ঘরে ঢুকিতে কি কাণে তূলা দিয়া
বন্ধ করে' আসা আছে কোন দেশে রীতি ?
বাড়ীতে জুতা ও পায়ে থাকে না আমার
যার শব্দে জানাইবে আমার প্রবেশ।

সুষেণ। তুই এবে কথা রেখে, অতিথির সেবা
সুস্থির হইয়া কর্ ; দেখ্, ও হাঁ করে'
গিলিতেছে তোর কথা। (সত্যেনের প্রতি)
খাওনা যে বড় ?

সত্যেন্। (একটু লজ্জিত হইয়া) এই খাচ্ছি, (খাবার মুখে দিয়াই)
কি সুন্দর, সুন্দর খাবার !
এমন খাবার ছেড়ে কুরুচির দাস
আমরা কি খাই ? সাধে হিন্দু রমণীরা
স্বামীর সেবার তরে রন্ধনবিদ্যার
চর্চ্চা বড় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে ?
স্বামিসেবা তরে শুধু ? সন্তানসন্ততি-
মুখে স্বীয়হস্তপক্ক-অন্ন তুলে দিতে,
আছে কি এমন মা যে সাধ নাহি করে ?

বিদুষী। সত্যেন্ দা, আপনার প্র্যাক্‌টিস্ জমেছে ?
বক্তৃতা তো আপনার বেশ আসে দেখি ?

সত্যেন্। (স্বগত) প্রথম দিনের খেলা, লাভ মন্দ নয়,
আর বেশী না খেলাই ভালো, সরে পড়ি।
(প্রকাশ্যে) আজ তবে আসি, সুষি, বিদু, নমস্কার।

বিদুষী। (করযোড়ে প্রতিনমস্কার জানাইয়া)
আপনার ঠেস্ ছিল, মিষ্টি গা'ল দিই,
কবে ও কোথায় এই সৌভাগ্য-সম্ভোগ
হইয়াছে আপনার ?

সত্যেন্। আমার হলে তো
বর্ত্তে যাইতাম। শুনি মঞ্জরীর মুখে,
এ গুণের প্রভাবেই তুমি নৃত্যগীত-
শিক্ষাদান-অভিনয়সংস্পৃষ্টব্যাপারে
করিয়াছ সকলের চিত্ত আকর্ষণ।

(গমনোদ্যত)

(বিদুষীর মায়ের প্রবেশ)

বি-মাতা। চলিলে যে? ও বাড়ীতে গেছিলাম আমি।

সত্যেন্। বসেছি অনেকক্ষণ, আজ যাই, শীঘ্র
পুনঃ এসে আপনার কথা শোনা যাবে।
বিদুর হাতের তৈরী সুমিষ্ট খাবার
পর্য্যন্ত হয়েছে আজ।

বি-মাতা। তোমাদের মুখে
ওসব কি ভালো লাগে?

সত্যেন্। (প্রস্থান করিতে করিতে) বদ্‌নাম শুধু
আমাদের। আপনারা যা মোরা তাহাই।
বাবার কথা তো সব জানেন আপনি?

বি-মাতা। তা বটে, তেমন হও আশীর্ব্বাদ করি,
ভগবান্ না করিলে হয় না কিছুই,
ভগবানে ভক্তি রেখো, আর যাই কর।

(সত্যেনের প্রস্থান)

(স্বগত) যদিই বাপের মতো মতিগতি হয় ?
স্থষেণকে বরাবরই ও ভালোবাসে,
সেই সঙ্গে বিদুষীরে। সে ভালোবাসার
অর্থ অন্য। কিন্তু আজ বিদুষীর তৈরী
খাবারের স্তুতি কেন ? আশার কুহক,
হায়, এ কি ! ঠাকুর পো বিদুষীর বিয়ে
নিয়ে কথাটি না কন ; আমি কি এমন
কথা মনে দিব স্থান ? না, না, ভগবান্,
আশা-আকাঙ্ক্ষার পারে নিয়ে যাও মোরে।
(প্রকাশ্যে) কি কথা তোদের হ'ল সত্যেনের সাথে ?
স্থষেণ। কাজের অনেক কথা, বলিব এখন।

৪র্থ দৃশ্য

বাগান বাড়ী।

গোস্বামী। এ বাগানে তোমাদের ফুল তোলা বুঝি
নিষিদ্ধ, নহিলে কেন—
বিদুষী। তুমি লতিকারে
প্রাণভরে' সাজাইতে না পাইছ ফুল ?
কেন হে গোঁসাই ? নিত্য ঘরে বসে' ফুল

যথেষ্টই পাও তুমি, মালী তা যোগায়,
এ খবর রাখি আমি। তার সবটাই
'প্রেমের ঠাকুর' তব নাহি পা'ন জানি ;
লতিকা রচিয়া চারু বিনোদিয়া মালা
পরায় তোমার গলে, তুমিও কনক-
চাঁপা কবরীতে তার সোহাগের ভরে
গুঁজে দাও ; সত্য কিনা, বল, এ সংবাদ ?

গোস্বামী। আপনার পাদপূজা করিতে সুযোগ
ঘটে যদি হেন তবে উপেক্ষা তাহার
আমার কর্ত্তব্য নয়, তাহা ও জানেন ?

বিদুষী। আমরা তুলিনা ফুল বিনা প্রয়োজনে,
ফুল সখী আমাদের, কেন দিব ব্যথা ?

গোস্বামী। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন জানি,
গাছের পাতাটি ছেঁড়া বিনা প্রয়োজনে
না হয় উচিত। ধন্য, ধন্য শিক্ষা তাঁর।

বিদুষী। শাকের ডগাটি ছেঁড়া খাদ্যপ্রয়োজনে
নিজ হাতে অসম্ভব এবে দেখি আমি ;
দুরবল চিত্ত বড় করি অনুমান।

গোস্বামী। যথার্থ বৈষ্ণব ধন্য, ধন্য আপনারা,
করে' এ সংসর্গ লাভ ধন্য আমি নিজে।
বিনা ফুলে পূজা মোর করুন গ্রহণ।

(করযোড়ে প্রণাম করন)

বিদুষী। আচ্ছা, বল দেখি, যদি লতি না থাকিত,
স্বচ্ছন্দতা মোর সনে এ হেন ভ্রমণে
অনুভব করিতে কি, যেমন করিছ
এবে ?

গোস্বামী। বড় শক্ত প্রশ্ন, যথার্থ উত্তর,
আপনার মনঃপূত না হইতে পারে।
পত্নান্তর নারীসনে একান্তে মিলন,
আমার ধারণা দৃঢ়, সদা অসঙ্গত।
বিকারসঞ্চারসম্ভাবনা মোর মনে
না হলেও, এ মিলন জনসাধারণ
ভালো চখে নাহি দেখে, দুষ্য ভাবে সদা।

বিদুষী। সত্য কথা। অনুন্নত মানবসমাজ
নৈতিক জগতে, ইহা করে অস্বীকার
শুধু সেই যার আত্মচিন্তামাত্র নাই।
নিজের দৌর্ব্বল্য দেখে' প্রতি পদক্ষেপে,
সমাজের দুরবস্থা করি অনুমান।
নিত্য বলভিক্ষা তাই গৌরাঙ্গচরণে
চলিতে সুপথে, দেখে' মোর আচরণ,
দুর্ব্বলসমাজ যেন পেতে পারে বল।

৫ম দৃশ্য

বাগানবাড়ীর খাস্ কামরা

(তিনজনই বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট হইলে)

গোস্বামী । সে দিন তো বাদিপক্ষে ওকালতি করা
ছিল আপনার কাজ, প্রতিবাদী মোর
আত্মপক্ষসমর্থন ছিল অসম্ভব ;
কথাটিও বলিবার দেননি সুযোগ,
যদি তার কিছুমাত্র ছিল প্রয়োজন ;
আসলে আপসে মোরা সব মিটমাট
পূর্ব্বাহ্ণেই করেছিনু, আপনি হলেন
মাত্র মিষ্টান্নের ভাগী ; এ সব ব্যাপারে,
মিষ্টান্নভোজের প্রথা আছে আমাদের ।
এখন কথাটা, দিদি হইতেছে এই—
মিষ্টান্ন খাইয়ে শুধু আমার দোষের
হয় না ক্ষালন, যদি নাহি অকপটে,
আপনার কাছে, নৃত্যবিষয়ে আমার
যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, অপনীত প্রায়,
একথা স্বীকার করি । চাক্ষুষ প্রমাণ
মাত্র কিছু আবশ্যক ; অনুগ্রহ করে'
নৃত্যানন্দদানে মোরে কৃতার্থ করুন ।

বিদুষী। অবাক্ করিলে তুমি বৈষ্ণবপ্রবর !
হেন অপকর্ম্ম, যার লাগি' মোরে ছাড়ি'
(নিশ্চিত ধারণা মোর), লতিকার পাণি-
গ্রহণ করিলে, তুমি প্রত্যক্ষ করিবে ?
আমি বা প্রার্থনা মাত্র কেন হব রাজী ?
ভাগ্যিস্ লতিকা মোর প্রাণপ্রিয় সখী,
তার ভাগ্যে ভাগ্যবতী নিজে সদা জানি,
নহিলে হিংসায় মোর জ্বলে' যেত দেহ,
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নাহি হ'ত প্রয়োজন।
হা ধিক্ অদৃষ্ট মোর, কুগ্রহের ফেরে,
বারেক এমন বরলাভসম্ভাবনা
না ভাবিয়া মতি হল নৃত্য শিখিবারে !
কালসর্পশিশু শিখা, রুচির তিলক,
কম্বুকণ্ঠঅবরোধী তুলসীর মালা
করেন ধারণ, হেন দিব্য পতিলাভ
পোড়া বিধি মোর ভাগ্যে তাই না লিখিলা।
সাপুড়ের বাহাদুরি দেখাতে যে ফণী
কণ্ঠে ধরিলাম, সেই দংশিল যে মোরে।
লোকে বলে, ও একটা বরধরা ফাঁদ
মেয়েদের গান আর নৃত্যকলা শেখা ;
তোমায় ধরিতে নারি' সেই ফাঁদ পেতে,
বিয়ে না করিব এই পণ নাকি মোর।

গোস্বামী। লোকের মুখেই বিষ, প্রচলিত কথা,
তাতে কিবা এসে যায় ভবতীসদৃশী
তেজস্বিনী মহিলার ? লোক নিন্দা গ্রাহ্য
করা, আর ভালো কিছু করা, এই দেশে
একসঙ্গে অসম্ভব। কেন দুঃখ পা'ন ?

বিদুষী। বড়ই দুঃখিত আমি, ইহাই বুঝিলে ?
নাচিতে লোকের কাছে হয়েছি কাতর ?
বেড়েছে বৈ স্ফূর্তি মোর কমেছে কখন ?
সত্যের প্রচারে আমি হব পরাঙ্মুখ ?
নৃত্যতত্ত্বব্যাখ্যা শুনে কিবা মনে হয় ?

গোস্বামী। যত শুনি সেই ব্যাখ্যা তত মিঠা লাগে,
তাতে ভ্রান্তি হল দূর, হল জ্ঞানলাভ।
আনন্দের পরকাশ নৃত্যরূপ ধরে,
এ নহে নূতন কথা ; আনন্দে ও সুখে
ভেদ নাহি জানে লোকে ; ব্যাখ্যা আপনার
সুস্পষ্ট করিয়া তাহা সাধিল কল্যাণ।
অ-রতি আনন্দ দেয়, রতি মাত্র সুখ,
অবসাদ আর দুঃখ যার পরিণাম ;
রতিশক্তি বর্ত্তমানে, ভোগ্যসন্নিধানে,
ভোগস্পৃহাত্যাগ করে ভূমানন্দ দান ;
সে আনন্দ হ'তে হয় রাসের উদ্ভব;
অতি অভিনব মানি এ ব্যাখ্যা রাসের।

আমার ব্যাখ্যায় ছিল দেখাতে প্রয়াস,
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কামগন্ধহীন,
ভগবল্লীলায় শুধু তাহার সম্ভব।
আপনার ব্যখ্যা হ'তে এ তত্ত্ব শিখিনু,
ভগবৎনরলীলা লোকশিক্ষাহেতু,
মানবসমাজ নৃত্যে রাসের আস্বাদ
পাইতে সমর্থ হয় হলে কামজিৎ ;
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম হলে প্রতিষ্ঠিত,
অর্থাৎ দাম্পত্যপ্রেম বিবর্জ্জিতকাম,
মানব মিথুনে দেয় নৃত্যের প্রেরণা।
আর আর সারগর্ভ কথা আপনার—
দুঃখের সহনশক্তি আনন্দপ্রসব,
যেহেতু দুঃখ ও হয় বিধাতৃবিধান ;
পাপকর্ম্মফলভোগ দুঃখ নাম যার,
সে কর্ম্মের ক্ষয় ভোগে, দুঃখ কিবা তায় ?
জলক্রীড়ানৃত্য-আদি রহস্যের লীলা,
কামজয়ে শক্তি দেয় প্রেমিকাপ্রেমিকে,
অন্যথা উদ্দাম লীলা কামের কেবল।
ধন্য ব্যাখ্যা আপনার, ধন্য আমি শ্রোতা।
আমার পিপাসাশান্তি করুন এখন ?

বিদুষী। সর্ত্ত তার চাই এক অতীব কঠিন—
জানি, লতি বর্ত্তমানে, কামের লালসা

তোমার আমার প্রতি অতি অসম্ভব ;
নৈলে, করিবেনা কলুষিত দৃষ্টিপাত
নৃত্যলীলায়িত কোন নগ্ন অঙ্গ প্রতি,
এ প্রতিজ্ঞা কৈতে হ'ত ধর্ম্ম সাক্ষী করে'।

এবে শুধু কর মোরে এই বাক্য দান—
কথঞ্চিৎ নৃত্যশিক্ষা হলে তোমাদের
(শিক্ষাগুরু অবশ্যই হব আমি নিজে),
যুগলে করিবে নৃত্য আমার সকাশে ;
পরীক্ষাগ্রহণ মাত্র মোর লক্ষ্য নয়,
দেখে তৃপ্তিলাভ গুরুদক্ষিণা হইবে।

গোস্বামী। করিলাম অঙ্গীকার এ কঠিন পণ।

বিদুষী। (নূপুর পরিয়া)
সাবধান গোস্বামিজী, মুণ্ড নাহি ঘোরে।
নৃত্যকালে মোরে জেনো কায়াজ্ঞানহীন,
বিদুষীর ছায়া, কিংবা চিত্রাপিত রূপ।
মাতৃমূর্ত্তি, ইষ্টদেবে করহ স্মরণ।

(ধ্যানস্থ হওয়া)

(ধ্যানভঙ্গে)
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
আনন্দের স্রোতে মোরে দাও ভাসাইয়া।

(নৃত্যসহকৃত গান)

আনন্দ, আনন্দ, পরম আনন্দ,
চিন্ময় সুন্দর,
রাসরসিক বর,
হৃদিবৃন্দাবনধামে।
কোয়েলের, দোয়েলের কলকণ্ঠে বসি',
ময়ূরের পেকমের শিহরণে পশি',
আছ প্রাণে, আছ গানে,
আছ, আছ তালেমানে ॥

(গান ও নৃত্য অন্তে)

ও কি ও গোঁসাই, তব কি রকম ধ্যান ?
পলকবিহীন আঁখি, নহে তো স্তিমিত ?

গোস্বামী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
কি আনন্দ ! আগে দেখি, ইন্দ্রের সভায়
অপ্সরার নৃত্য গীতবাদ্যসহকারে ;
শেষে দেখি, রাসেশ্বর রাসেশ্বরীসনে
রাসলীলারসে মত্ত ! স্বপ্ন ? জাগরণ ?
স্থলে আছি, কিংবা শূন্যে, কিছু স্থির নয়।
দিদি, ও কি ? না, না। কোথা লতিকা আমার,
সেবাপরায়ণা সতি, ধরলো আমায়,
দেহটা অবশ বড়, ধর, ধর, ধর।

লতিকা। প্রাণেশ্বর, স্থির হও, ধরে' আছি আমি।

গোস্বামী। রঙ্গালয়ে পাই নাই যে রসের স্বাদ,
রাধাকৃষ্ণভূমিকার পটু অভিনয়ে,
কিবা যাদুবলে দিদি পিয়াইলা তাহা ?
লতিকা, এ হেন নৃত্য পারিবে শিখিতে ?
লতিকা। তব সেবা অনুরোধে, তব আশীর্ব্বাদে,
অবশ্য পারিব, সখী হইলে সহায়।

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বাগান বাড়ীর খাস্ কামরায় লতিকার
মাতাপিতা উপবিষ্ট

ল-মাতা। বাগানের পরিকল্পনার সার্থকতা
এত দিনে হল বলে' মনে হয় মোর।
আমি তো তোমার সাধ পূরাতে নারিনু,
নৃত্যশিক্ষা জামাইর আর লতিকার
হইতেছে এইখানে বিদুষীর কাছে।
ল-পিতা। সত্য কথা বলিতে কি ? ইহা বাড়াবাড়ি
বড় মনে হয় মোর ; যে কোন বিষয়ে
অতি বাড় কোন কালে ফলপ্রদ নয়।

বিদুষীরে গোড়াতেই সাবধান করি
এই বলে', কবীন্দ্রের পথানুসরণ
সব কাজে সমভাবে হবে অসঙ্গত ;
তত্ত্বের হিসাবে নৃত্য যদি ও নির্দ্দোষ,
স্ত্রীপুরুষ মিলে' নাচ লোকের গোচরে
সেরূপ অনিষ্টকর, যৌনসম্মিলন
যথা ; রহস্যের লীলা এ দুই ব্যাপার।
অভিনেত্রীদের দলে পুরুষ প্রবেশ
নিষিদ্ধ হইল তাই, যদি ও মঞ্জরী
আর তার স্বামী বড় আছিল বিরোধী।
বিদুষীর কাছে নৃত্যশিক্ষা লতিকার,
অসঙ্গত না হইত, যদি তার স্বামী
বৈষ্ণব না হ'ত গোঁড়া, গোপনে পত্নীর
সহ নৃত্যে তার স্বতঃ আগ্রহ থাকিত।
বিদুষীর তর্কশক্তি আছে বিলক্ষণ,
তাহাতেই পরাভূত হয়েছে জামাই,
কিংবা বিদুষীর চা'ল আছে এতে কিছু ;
নীতির পিচ্ছিল পথ কেবা নাহি জানে ?
দু'য়ের উপরে পূর্ণ যৌবনাধিকার।
বড় চিন্তান্বিত আমি হনু এ সংবাদে।
তোমরা তো জামতায় কন্যাপদানত
দেখিলেই আটখানা আহ্লাদেতে হও,

আমি চাই স্বামী হয় সত্যকার স্বামী।

ল-মাতা। কোন চিন্তা নাই, আমি পরীক্ষা করেছি,
উভয়ের চরিত্রের বল খুব বেশী ;
বিদুষীর, ভেবে দেখ, সাহস দুর্জ্জয় ;
আসলে ও ভগবানে বড় ভক্তিমতী।
এক দিন ও আমায় বলেছে এবার,
"গোস্বামীরে রাসরসে নাচাব নিশ্চয়
যদি শ্রীগৌরাঙ্গ মোর থাকেন সহায়।"

ল-পিতা। শুনিয়া আশ্বস্ত আমি। আসলে কি জান ?
নিজেরা দুর্ব্বল বড় আছিনু যৌবনে
(এরূপই আপামর সাধারণ লোক),
তাই পদে পদে ভয় চলিতে এখন ;
কবীন্দ্রের দ্রুতগতি মোদেরে না সাজে।
বিশেষতঃ, সেনিয়েল্ বিষম অরাতি,
'বে-চা'ল দেখিলে অগ্নি ঘা'ল করে দিবে ;
দেখনা, বাগান বাড়ী আটঘাটবাঁধা,
আমোদপ্রমোদে যেতে না পায় লতিকা ?

ল-মাতা। সেনিয়েল্ মঞ্জরীর পরিণয়বদ্ধ,
লতিকার কিবা ভয় তবে তাহা হ'তে ?

ল-পিতা। কিছুই বোঝনা তুমি, অথবা সরলা
এই দেশে জন্মহেতু। পরিণয়ডোর
অধুনা সহজচ্ছেদ্য, দেখনা ভাবিয়া ?

পবিত্রানুষ্ঠান বলে' বিবাহবন্ধনে
কয়জন মানে বল আমাদের দেশে ?
একপত্নীনিষ্ঠা, বল, আছে ক'জনার ?
একপতিনিষ্ঠাভিত্তি পর্য্যন্ত আক্রান্ত।

ল-মাতা। আমার ধারণা ছিল, যেমন সকল
বিষয়ে এ দেশী চা'ল দেখিছি তোমার,
বাগানের বন্দোবস্ত ও সেই রকম।
নাথ, অজ্ঞানতা ক্ষমা করহ আমার।

ল-পিতা। ভেবে দেখ, শত্রু যবে ফিরে পায়পায়,
বৈষ্ণব জামাতা নাচে লতিকার সনে,
এ কথা তাহার জানা নহে অসম্ভব,
তিলকে তাহার তাল করা কি বিচিত্র ?
বল্‌নাচ দেখ নাই তুমি, শিহরিবে
ত্রাসে যদি দেখ তাহা। অপব্যবহার
নৃত্যেরই জেনো তাহা, অথচ পাশ্চাত্য
নরনারী তার মোহে উন্মত্তের প্রায়।
মোদের বিলাতগত যুবকবৃন্দের
মস্তক চর্ব্বণ কৈতে এ রাক্ষসীসম
আর কিছু আছে বলে' নহি অবগত।
ভাগ্যিস্‌ বিদুষী জানে, নৃত্যজলক্রীড়া-
আদি রহস্যের লীলা লোকলোচনের
অন্তরালে অনুষ্ঠেয়। শ্রীগৌরাঙ্গকৃপা

অজস্র ধারায় ওর 'পরে বরষিত।
রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ওর যাহা দেখ,
তার মূলে আছে শুধু লোকহিতৈষণা,
নৃত্যের আনন্দদানশক্তিপ্রদর্শন,
বুঝান লোকেরে, যদি স্বামিস্ত্রী মিলিয়া
গোপনে নৃত্যের লীলা শুদ্ধমনে করে,
হ্রাস প্রাপ্ত হয় তবে কামপ্রবণতা।

২য় দৃশ্য

(মিঃ সেনিয়েলের আফিস্‌ঘর)

মিঃ সে। অপমান ইহাপেক্ষা আর কিবা হয়?
পিতৃবন্ধু ব্যারিষ্টার তুমি, রূপবতী
সুশিক্ষিতা কন্যা তব, বরের সন্ধানে
'হা হতোঽস্মি' করে' যবে ফিরিতে আছিল,
তখন বিলাত হ'তে প্রত্যাগত আমি।
অভ্যর্থনা তরে মম না গেলে ষ্টেশনে
তুমি, বুঝি এই মনে করে,' ব্যারিষ্টার
হয়ে আসা, বাহাদুরি কিবা আছে তায়?
ধনীর সন্তান আমি, সে কথাটাও না
চিন্তার বিষয় হল। এসব অগ্রাহ্য

করিয়াও, পিতৃবন্ধুযোগ্য মান দিতে
গেলাম তোমার বাড়ী ; বৈঠকখানায়
প্রদানি' আসন মোরে, কাঁসার রেকাবে,
রসগোল্লা ও সন্দেশ—অখাদ্য আমার
খেতে দিলে মোরে ; যা'ক, চা-পরিবেষণে
না ভেজিলে দুহিতায়। নিরুপায় হয়ে
জিজ্ঞাসিনু, সে কোথায় ? পাইনু উত্তর,
বাগানে বেড়াতে গেছে। মোটরে বাগানে
গিয়া দেখি, লেখা আছে ফটকের গায়ে
'প্রাইভেট্'। প্রাইভেট্ গার্ডেন, অদ্ভুত
ব্যাপার দেখিয়া ফিরিলাম সেই দিন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নেই অতর্কিতে গিয়া,
ইডেন গার্ডেনে যেতে আমার মোটরে
অনুরোধ করিতেই কৈল অস্বীকার।
গোঁসাইটা বরাবর ছিল সহাধ্যায়ী,
ত্রিকচ্ছীশিখণ্ডধারী বিংশশতাব্দীতে
ব্যারিষ্টারপুঙ্গবের দুহিতার মন
করিবে হরণ, ইহা ভাবিতে নারিনু।
মাদ্রাজীরা ত্যায়াগিল খোঁপা, মহাত্মার
কৌপীন ধারণ, বেণী চীনারা ত্যজিল,
এসব বিস্ময়কর চিরকাল মোর ;
রেডিও, বিমানযান, সম্ভাব্য ব্যাপার,

প্রকৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটিলেই মিলে ;
পরন্তু ওসব কবিকল্পনাদুর্লভ।
বিস্ময়াভিভূত থাকা আর না পোষায়,
"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার।"

(মঞ্জরীর প্রবেশ)

মঞ্জরী। অপারসান্ত্বনাদানশক্তি মোর আছে,
কেন তবে বল, বৎস, উত্তেজিত এত ?
লতিকা নাচিতে নারে, আমি তো নাচি না
শুধু, 'মাই বয়'-আদি বিড়ালাক্ষীদের
প্রিয়সম্ভাষণগুলি আয়ত্ত করেছি,
তার তোফা আক্ষরিক অনুবাদ সহ।
আর কিছুদিন পরে, ইংরেজী বুলিটা
শুধু নয়, বিবি-আনা ষোলআনা পাবে
মোর কাছে, বল্‌নাচশিক্ষা পূর্ণ হলে।

মিঃ সে। ও কথাটা কাণে বড় বেসুরো বাজিল !
বিলাতে ও কন্টিনেণ্টে থেকে বহুকাল
কাণের দফা তো রফা নিশ্চয় হয়েছে,
তবু এই তর্জ্জমাটা ভালো নাহি লাগে।

মঞ্জরী। কেন গা আজি এ তব অপরূপ ভাব ?
প্রেমের যতটা সুর এ কথায় বাজে,
মা ছেলেরে যতখানি প্রাণ দিয়া চায়,
ওয়াইফ্ হাজ্‌ব্যাণ্ডে কভু ভালোবাসে তত ?

মিঃ সে। নৃত্যগীতগুণগ্রামে যদিও ভূষিতা
তুমি, তব মুখে শুনে এই তত্ত্বকথা,
লভ্‌টভ্‌ মন থেকে উবে যেতে চায়।

মঞ্জরী। উবে যাবে, সে কি কথা? ধরে রাখি দেখ।

(চুম্বন করন)

ত্রীফের বিরহে কেন থাক গো কাতর?
নিশিদিন মোর সনে প্রেমের মদিরা-
পানে শুধু রহ ভোর, অন্যনারীচিন্তা,
অর্থ, ভুলে যাও মোর সনে বল্‌নাচে।
পিতার অগাধ অর্থ, তুমি অধিকারী,
অর্থচিন্তা ছেড়ে এবে কামে দাও মন।
শোননি কবির গানে, যৌবন বারেক
গেলে ফিরেনাক আর জোয়ারের মতো?
এস, এস, এক চোট্‌ মেতে নাচা যা'ক।

মিঃ সে। কোর্টে যেতে আজ তবে নাহি দিবে তুমি?

মঞ্জরী। শুনিছনা ঝমাঝম হইছে কেমন?
বৃষ্টিতে ধরার শান্তি বিরহিণীতাপ।
তোমায় কিছুতে আজ যেতে নাহি দিব.
যাও যদি এই তাপে জলিয়া মরিব।

মিঃ সে। পাশ্চাত্য প্রেমের তত্ত্বে খুব দিয়া মন,
"সুরবালা" আদি গল্পে, "চখের বালি"-তে,
সর্ব্বোপরি টেক্কা দিয়া "ঘরে বাইরে"-তে

আমাদের সেরা কবি, বিলাতী নাচের
রস ছিটাফোঁটা পেয়ে, বিশেষ করুণা-
বশে বিতরিলা তারও কিছু পোড়া দেশে ;
কিন্তু নিজে অবশেষে, হাওয়ার দোষে,
মন দিলা বাউলের নাচে আর গানে।
এ দেখে দমিয়া আমি গিয়াছিনু বড়,
বিলাতের নাচ শেখা ব্যর্থ হল ভেবে।
রসিকা তোমায় পেয়ে প্রেয়সীর রূপে
অবশেষে মনে খুব পাইয়াছি বল।
নাচিব তোমার সনে, কোর্টে না যাইব,
এক প্রতিশ্রুতি যদি দাও মোরে তুমি,
যাইয়া ওদের বাড়ী জানিবে সত্বর,
লতিকা সত্যই ভালোবাসে গোস্বামীরে,
না, ওটা পিতার মন রাখা মাত্র সার ?
আমি জানি সত্যকার বৈষ্ণব গোস্বামী,
গৃহধর্ম্মে কোনকালে হবে ওর মতি,
ভাবিনি সম্ভব মোটে। তারে ভালোবাসা
তবে লতিকার পক্ষে কিরূপে সম্ভবে ?
নারীর প্রেমের নাম কাম, শুধু কাম।
বিদুষী ও গোস্বামীর সম্বন্ধ কিরূপ,
গোপনে থাকিয়া লক্ষ্য অবশ্য করিবে।

মঞ্জরী। (স্বগত) বিলাতী শিক্ষার এই অপকৃষ্ট ফল !

এ হীন দূতীর কাজ করিতে হইল !
পরিণামচিন্তা মোরে করয়ে ব্যাকুল।
বিদুষীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি
কটাক্ষ করিতে ওর বাধিলনা মোটে।
(প্রকাশ্যে) এ অতি সহজ কাজ, হনু প্রতিশ্রুত।

মিঃ সে। কামানলে আগে করি আহুতি প্রদান।
(বলিয়াই দুই জনে মিলিয়া সুরাপান)

মঃ। (স্বগত) এ স্বামীর মন পেতে কি না করিলাম ?
তবু কি পেয়েছি, কেহ পেয়েছে এরূপে ?
শতকে একোনশত, কিংবা ততোধিক,
স্ত্রীলোক পতঙ্গপ্রায় নরকামানলে
জীবন আহুতি দিয়া বুঝায় মনেরে,
"স্বামী বড় ভালোবাসে, মজেছে আমাতে।"
(সুরাপানান্তে দুইজনে মিলিয়া বল্‌নাচ)

৩য় দৃশ্য

লতিকাদের বাড়ী, লতিকা এক কামরায় পাঠরতা

বিদুষীকে লইয়া মঞ্জরীর প্রবেশ

লতিকা। পথ ভুলে এলি ভাই ? বর তোর ক্ষমা
করেছেন আমাদেরে ? বোধ হয় তো না ?

মঞ্জরী। একটা নাচের কথা বিদুষীর সনে
আলোচনা করিবার ছিল প্রয়োজন।
এসে শুনি, বর তোর আসিয়া এবার,
বেশ খেঁতে বসেছেন, বৈষ্ণব হয়ে ও
নৃত্যে দিয়াছেন মন। এমন জীবটি
দেখিতে বড়ই লোভ হইল আমার।
তোর মতো সাধু নই, রূপের বর্ণনা
শুনিয়া বিদুর মুখে আইনু ছুটিয়া,
স্বামীর নিষেধবাক্য গ্রাহ্য নাহি করে'।

লতিকা। তিনি তো তোদের রুচিসম্মত নহেন?

মঞ্জরী। বিদুটা বিয়ে না করে' ক্ষেপেছে ও রূপে,
(বিদুষীর মৃদুহাস্য)
পুরুষের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপিবনা আমি?
কিম্ভূত কিমাকার যদিও আমরা,
এ দেশের জলবায়ুঅশনবসনে
পুষ্ট বলে', এ দেশের মেয়েলী স্বভাব
একেবারে পরিহার করা কি সম্ভব?
দেখিতে সখীর বর সাধ স্বভাবতঃ।

লতিকা। এ দেবমন্দিরদ্বার দিনে নাহি খোলে,
বিদু বলে নাই তোরে?

মঞ্জরী। বলিলে কে শোনে?
ভক্ত যেই হয় দোর ভাঙ্গিতেও জানে।

লতিকা। তবে তাই হ'ক, বিদু সঙ্গে যাবে তোর।
মঞ্জরী। একা যেতে দিতে বুঝি পাস্ বড় ভয়?
লতিকা। আমার কি ভয়? নারীসঙ্গ নিরিবিলি
সত্যই ভয়ের বস্তু বলে' গণ্য তাঁর।
মঞ্জরী। বিদুরে বরাত কেন? তুই তবে চল্,
যুগল দেখিতে মোরা চির-অভিলাষী।
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র এক দিন
গোঁড়ার ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটাবেনা জানি।

৪র্থ দৃশ্য।

লতিকার খাস্ কামরায় অধ্যয়ননিরত গোস্বামী
(একাকী প্রবেশ করিয়া)
বিদুষী। সহচরী এক মোর আর লতিকার
আকাঙ্ক্ষিণী তোমাদেরে যুগলে দেখিতে।
গোস্বামী। এর জন্য অনুমতি আবশ্যক কেন?
(বলিতেই লতিকা ও মঞ্জরী প্রবেশ করিলে)
মঞ্জরী। একি মানুষের রূপ? একটা পলক
পুলকে ভরিয়া দিল সর্ব্ব অঙ্গ মোর!
গোস্বামী। ওখানে দাঁড়ায়ে কেন, এগিয়ে বসুন?
মঞ্জরী। কাজ মোর বসা নয় যুগল দর্শন।

গোস্বামীর বামে লতি দাঁড়া একবার।

(স্বগত) এই কর ভগবান্‌, জীবনের সব

সঞ্চিতকরমক্ষয় হ'ক পুণ্যে এই।

(লতিকা স্বামীর পার্শ্বে দাড়াইলে)

বসিতেই হ'ল শেষে, দাঁড়ান যে দায়।

(বলিয়াই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল)

বিদুষী। ও কি ভাই, উঠে বস, শুধু মেঝে কেন?

মঞ্জরী। এ কেনর উত্তর তো খুঁজিয়া না পাই,

মার্ব্বেলের মেঝে ভালো, বুঝে নেনা নিজে।

(স্বগত) কি পাপে বাধিল রাঙা চরণ ছুঁইতে?

বিদ্বেষী স্বামীর পুনঃ পাব অনুমতি

এমুখো হইতে? কেন, কেন মরি ভেবে?

হাত বাঁধে, যদ্যপি পা বাঁধে সে নিঠুর,

মন বাঁধিবার শক্তি কে ধরে সংসারে?

(প্রকাশ্যে) গোস্বামিজী, আজ যাই, আসিব আবার

দেখিতে তোমায়, নহে অন্য অভিপ্রায়ে।

(বেগে প্রস্থান করিতে করিতে)

(স্বগত) আমার স্বামীর কাজ বেশ হল তবে!

এবে চট্‌ করে গিয়ে বলিব তাহারে,

হুবহু যা দেখিলাম। চৈতন্যসঞ্চার

যদি হয় এতে ভালো; না হলে ও ভালো।

গোস্বামী। আমি ও কি ভাবে যেন আবিষ্ট হইনু।

মনের কথাটা কেড়ে নিলে তুমি দিদি,
তা ভেবে কতক শান্তি পাইতেছি মনে ;
নহিলে রমণী এক মাতৃস্বরূপিণী
উপস্থিতা পাদপ্রান্তে, কেমনে সহিনু
এই দৃশ্য ? না পাইনু মাত্র অবসর
ক্ষমা চাহিবার। (উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে)
ক্ষমা করহ ঠাকুর।

৫ম দৃশ্য

মিঃ সেনিয়েলের বৈঠকখানা।

মিঃ সে। লতিকার পরিবর্ত্তে মঞ্জরীকে লাভ,
অদৃষ্টের পরিহাস আর কা'রে বলে ?
নামে খুব লাভ, কামে শুধু ফক্কাকার,
ধিক্কার জীবনে : কভু ভাবিনি স্বপনে।
বর্ণ, সর্ব্ব অঙ্গ তন্ন তন্ন করে' দেখ,
শ্বেতাঙ্গিনী পরাভব মানে মঞ্জরীর
কাছে। তাই মোর মতো করিয়াছে খেলা
যারা প্রাতের বার্মেড্ গুলি নিয়া,
তারা মোরে বুঝাইল, বিবাহ করিলে
ইহারে, হইবে উপযুক্ত প্রতিশোধ।

কিন্তু, হায়, দুগ্ধতৃষ্ণা মিটে কভু জলে ?
জগতের কোমলত্ব কবিত্ব ছানিয়া,
খাঁটি বাঙ্গালিনী বিধি গড়িলা লতিকা।
পরুষ দেশের নারী, পুরুষালি ভাব
তার সহজাত জানি ; মঞ্জরীতে তাহা
প্রকৃতির খেয়ালে কি ? না, ইহা আমার
ভ্রম, লতিকার সনে তুলনাজনিত ?
কামের ইন্ধন কিন্তু যোগায়েছে খুব
সে বেচারা, যথা কৈত বারমেড্‌গুলি ;
সে জন্য কৃতজ্ঞ আমি আছি তার কাছে।
দৌত্যকার্য্যে আজ তায় করেছি নিয়োগ,
ফলাফল জানিবারে আমি সমুৎসুক।

(মঞ্জরীর প্রবেশ ; তাহার মুখের অস্বাভাবিক
গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া)

পেঁচামুখী করিল কে তোমারে আবার ?
(স্বগত) নিশ্চয় অশুভবার্ত্তা বহিছে ও মুখ।
তাই হ'ক, ধীরভাবে শুনিব কি বলে।
প্রতিহিংসা ব্যর্থ হয় অধৈর্য্যের হেতু।
(প্রকাশ্যে) অমঙ্গল লেখা দেখি সুস্পষ্ট অক্ষরে
বদনমণ্ডলে তব, দিলাম অভয়,
অকপটে বল যাহা বলিবার আছে।

মঞ্জরী। (স্বগত) আমি যেন ওর ভয়ে শঙ্কিত আজও।

(প্রকাশ্যে)　শুনিলাম, বহুদিন গোস্বামী ওখানে—

মিঃ সে।　বহুদিন ? ভালোবাসে উহারে লতিকা ?

লতিকা।　সে ভালোবাসার তুল্য নাহিক সংসারে।

মিঃ সে। (স্বগত) বৃশ্চিক দংশন ! বড় আশা ছিল মনে.
গোস্বামীকে দিয়া নাহি মিটিবে লতির
প্রেমসাধ, ফাঁদ পেতে মিটাইব সাধ,
অসংখ্য প্রেমের ফাঁদ মোর জানা আছে।
গোস্বামীর কিবা গুণে ভুলিবে লতিকা ?
উৎকৃষ্ট ছিল রূপ. তাহাও বিনষ্ট
ত্রিকণ্ঠীশিখণ্ডে করিয়াছে একেবারে।
শুধু রূপে কোন্ দেশে ভুলেছে রমণী ?
বেয়াড়া বৈষ্ণব বলে' গোস্বামীরে জানি।
পাদ্রিরা ও ধর্ম্মধ্বজী আমাদের যারা,
সন্তানের জন্মদিতে সবিশেষ পটু,
গোস্বামী সে দলভুক্ত মোটে নহে জানি।
সমস্যার মীমাংসায় হইনু ফাঁপর।
আচ্ছা, কামশূন্য প্রেম সোনার পাথর
বাটী নয় ? ভগবানে ভক্তি নয় মানি.
বুজ্‌রুকি সার এই নরনারীপ্রেম।
(মঞ্জরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে)

(প্রকাশ্যে)　এখনও তবে তুমি আছ দাঁড়াইয়া,
আড়ি পেতে শুনিতে কি মোর গুপ্ত কথা ?

না, বুঝেছি আরও কিছু আছে বলিবার,
বিদুষীর মনোভাব গোস্বামীর প্রতি
জানান তোমার অন্য কর্ত্তব্য যে আছে।
দরকার নাই, যাও, মরিতে আমায়
দাও, প্রতিহিংসাজ্বালা দহুক আমারে।

মঞ্জরী। যে স্বামীর জন্য আমি কি না করিলাম
তার আজ, হায়, এই নিষ্ঠুরাচরণ !
কাল যদি শুনিতাম হেন রূঢ় কথা
পিত্রালয়ে হন্ হন্ যাইতাম চলে'।
আর আজ ? এক নরে দেবরূপ দেখে',
নিজেও হয়েছি নারী, চিনিয়াছি স্বামী।
তার মুখে মৃত্যুকথা শুনে শিহরিয়া
উঠিছে পরাণ ! ভগবান্, কে রক্ষিবে
মোরে তুমি বিনা, যাঁরে নাহি দিনু স্থান
মনে, পুরুষের চিন্তাগ্রস্ত দিবানিশি ?
আহারেবিহারে, পথে চলিতে চলিতে,
হয় স্বামী নয় অন্য পুরুষচিন্তন
থাকিত যে সাথে সাথে প্রিয় বস্তু মোর।
স্বামীতে তুমিই আছ, বুঝিয়াছি আজ
আমি, কিন্তু নিজে নাহি মোটে বোঝে স্বামী।
কাতর পরাণে তাই আকুল প্রার্থনা,
(করযোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধমুখে)
প্রতিহিংসাবৃত্তিনাশ করহ স্বামীর।

মিঃ সে। যাবে না? মুঠায় চুল ধরিয়া তাড়াতে
হবে? আমি চাই এবে থাকিতে নির্জ্জনে
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার পথ-
নিরূপণে, তুমি বাধা খাড়া রবে পথে?
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে শুধু শাপিবে আমায়?

মঞ্জরী। নাথ—

মিঃ সে। এ দেশী সেকেলে একি স্বামিসম্ভাষণ,
নাহি ভালোবাসি যাহা বরাবর জান?

মঞ্জরী। তবু 'মাইবয়' মুখে আসিবে না আর,
স্বামীর আসনে স্থান দিয়াছি তোমায়।

মিঃ সে। এত দিন সে আসনে ছিল কোন্ জন?

মঞ্জরী। ইংরেজীতে হাজ্ব্যাণ্ড যারে বলে সবে।

মিঃ সে। তত্ত্বকথা শুনিবার নহে এ সময়,
ঘর ছেড়ে যাবে কি না সোজাসুজি বল।

মঞ্জরী। তোমায় এখন ছেড়ে যাইতে না পারি,
তোমায় সান্ত্বনাদান কর্ত্তব্য আমার।

মিঃ সে। লাথি নাহি মেরে পায়ে চালাতে তা পারি।

(বলিতে বলিতে সবেগে প্রস্থান)

মঞ্জরী। হায় হায়, কি করিলে ওহে ভগবান্!
বিশ্বজোড়া তুমি শুনি, শুনিতে কি পাও?
হিংস্রপশুসম স্বামী, হিতাহিত জ্ঞান

তার নাই ; প্রতিহিংসা তার কি আকার
করিবে ধারণ, অবসন্ন দেহ মোর
হয় তা ভাবিতে। রক্ষা কর ভগবান্।
(বলিয়াই মেঝের উপর বসিয়াই একেবারে শুইয়া পড়িল)

(মঞ্জরীর পিতার প্রবেশ)

পিতা। মঞ্জু মা, মেঝের 'পরে পড়ে যে আছিস্ ?

মঞ্জরী। (ক্ষীণস্বরে) কে, বাবা ? মাথা যে খাড়া করিতে না পারি।

পিতা। কেন, মা, হঠাৎ এই শরীরের হাল ?

মঞ্জরী। বাবা, তুমি আসিয়াছ কোন ভয় নাই ;
(চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া)
সে কি বাড়ী থেকে গেছে ?

পিতা। এসেই দেখিনি।
কদিন দু'জন তোরা কেউ যাস্ নাই,
তাই আজ এসে শুনি, এ অবস্থা তোর।
চাকরবাকর সবে তোরে ভালোবাসে,
আমায় খবর দিতে আছিল প্রস্তুত।
তারা যা বলিল তাতে মোর মনে হয়,
মারধর করিয়াছে খুব সে বাঁদর।

মঞ্জরী। যদিও ততটা নয় তবু কাছাকাছি।
দুঃখিত তাতেও নই, ভয়ের কারণ,
প্রতিহিংসাবশে খুনখারাবী না করে।

পিতা। লতিকার গায়ে হাত সে দস্যু তুলিবে ?

মঞ্জরী। আমার আশঙ্কা তাই। অন্তরালে থেকে
সকলই সম্ভব তার।

পিতা। অসম্ভব ইহা।
লতিকার পিতা নহে আহাম্মক তত,
যথেচ্ছ বিহার পথ বন্ধ লতিকার;
বিদুষী নাচিতে যায়, লতিকারে কভু
দেখেছিস্ যোগ দিতে আমোদপ্রমোদে?
তার কেশাগ্রও ছুঁতে পাইবেনা কেহ।

মঞ্জরী। একমাত্র অবসর আছে আমি দেখি,
লতিকা বেড়াতে যায় তাদের বাগানে,
বোধ হয় জান, অন্য লোক তথা যেতে
যদি ও নাহিক পায়, দস্যু সেই মানা
মানিবে কি? বাবা, আমি ভেবে হনু সারা।
খুনের আশঙ্কা কথা যদি ছেড়ে দিই,
শ্লীলতার হানি, সে যে আরও ভয়ানক।

পিতা। এ কথায় গা আমার ঝিম ঝিম করে।
আমার ওখানে তুই যেতে নাহি চাস্?

মঞ্জরী। না বাবা, উহার দেখে উন্মাদের ভাব,
আমার ছাড়িয়া যেতে মন নাহি সরে।

পিতা। (স্বগত) এত বিজাতীয় শিক্ষা, প্রভাব তাহার
তবু প্রতিহত করে' হিন্দু রমণীর
এ ভাব কেমনে স্থান পেল ওর মনে?

(প্রকাশ্যে) না, না, যাইবার কোন নাহি প্রয়োজন,
যাই, তোর মাকে গিয়া পাঠাই এখনই।

মঞ্জরী। তাই কর বাবা, আর কোন সদুপায়
চিন্তা কর রক্ষিবারে তব জামাতায়।

পিতা। জামাতা বলিয়া ওরে করে' অভিহিত
লজ্জা না বাড়াস মোর। গত জীবনের
লজ্জাভার জগদ্দল পাথরের মতো
চেপে আছে বুকে, বল্, আর কত সহি?
চ' তোরে শোবার ঘরে রেখে যাই তবে।

(স্বগত) ছেলেটারে বিলাতে না যাইতে দিলাম
যা ভাবিয়া সেই কাণ্ড করে' সে বসিল।
কুষ্মাণ্ড, বাপের দশা দেখে না শিখিলি?
বিলাতযাত্রার লক্ষ্য শুধু অর্থার্জ্জন;
হয় ব্যারিষ্টারী করে', নয় বাণিজ্যের
জুয়াচুরি শিখে। রাজনীতি, অর্থনীতি
(এক বড়, অন্য ছোট ভাই) উভয়েই
মাকালফলের লাভ, দেখিতে সুন্দর,
অন্তঃসারহীন, জানে ভুক্তভোগী যারা।
যে জানে পাঠায় সে ও ছেলেরে বিলাত,
বুড়ার খোরাক হাসি নৈলে মিলে কিসে?
বাঁদরের নাচ দেখে কে না, বল, হাসে?

(একটু হাসিয়া)

বড় রগড়ের কথা পড়িল যে মনে !
বিদেশিরাজের যাহা মাত্র নামান্তর,
একাকার ব্রাহ্মরাজ হলে হতে পারে,
কবীন্দ্র গুরুর পদ পেলে মহাত্মার,
মুখে নয়, মনে ! মহাত্মার মন মুখ
এক ; তবে এ মাকালফলআস্বাদন
আছে কি ভারতবাসী তোমার কপালে ?

ষষ্ঠ দৃশ্য

লতিকাদের বাগানে যাইবার সরু পথের মোড়ে মোটর হইতে নামিয়া একটু গা ঢাকা দিয়া মিঃ সেনিয়েলের অবস্থান।

মিঃ সে। 'প্রেম করা' আর প্রতিহিংসার সাধন
তড়িঘড়ি না করিলে ব্যর্থতাই সার।
বিলাতের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আমার—
অবসর প্রাপ্তি মাত্র (যথেচ্ছ বিহার
রমণীর যেই দেশে অবসর তথা
খুঁজিতে না হয়) কর ওষ্ঠাগ্র প্রয়োগ,
হাজারে নয় শ নিরনব্বই যুবতী
করায়ত্ত হবে, কালা আদমী বলে'ও
শঙ্কার কারণ নাই, ধনীর সন্তান

বলে' প্রতিপন্ন যদি হও তুমি আগে।
অর্থাৎ ধনেরই মান সর্ব্বাগ্রে সে দেশে।
এ পোড়া দেশের কথা বলিতে কি হবে ?
রাস্তায় চলিতে পরপুরুষপরশ
নারীরে সমাজে ত্যাজ্যা করে যেইখানে,
সেখানে নির্ভয়ে কর এ অস্ত্র প্রয়োগ,
সমাজ জুজুর ভয়ে শঙ্কিতা রমণী
টুঁ-শব্দটি না করিয়া হইবে তোমার,
ইহাতে সন্দেহ কোথা ? বিলম্বের হেতু,
পক্ষান্তরে, হাত ছাড়া হবার আশঙ্কা
আছয়ে প্রচুর ; তার হেতু, শিক্ষিতারা
যুবকবৃন্দের হয় বস্তু লালসার ;
ইংরেজী শিক্ষার লেপে মাধুর্য্য নারীর
বৃদ্ধি পায় যাদুবলে তাহাদের চখে ;
এ বিদ্যা প্রভাবে যুবা হয়েও কুরূপ,
ভুলাতে সমর্থ হয় যুবতীর মন।
'স্বদেশীর' বড় কাজ অচল কি হেতু ?
যুববৃন্দে আশাস্থল বলিয়া কীর্ত্তন
বাক্যবীর প্রবীণেরা যত না করুন,
নরনারীসম্মিলনস্থযোগ বিহনে,
যুবকেরা 'স্বদেশীর' কাজে না লাগিবে।
খুব বড়গলা করে' বলিব সকলে,

মহাত্মার খাতিরেও তাঁরে না ছাড়িয়া
সমাজের দুরবস্থা ঈদৃশী যখন—
অতিমাত্র রিরংসায় জর্জ্জরিত দেশ,
যুবজনে বিশ্বাস না করিয়ো স্থাপন ;
বর্ত্তমানশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকযুবতী,
নরনারীসঙ্গধ্যান যাদের কেবল
পাশ্চাত্য জাতির করে' শুধু অনুকার,
তাহাদের আশা সবে ছাড়, ছাড়, ছাড়,
অথবা তাদের শিক্ষাতরে কিছু কর।
বনিয়াদ্ ঠিক্ নাই ইমারত্ খাড়া,
এরূপে কি হয় কভু স্বরাজ-সাধনা ?
সত্য ক'রে বলে নাই ধারণা যাদের,
সত্যাগ্রহ তাহাদের উদ্ভট সাধনা।
অনর্থের মূল অর্থ দেয় যে শিক্ষায়,
তার জোরে হয়ে সবে বক্তা, বিত্তশালী,
শ্ববৃত্তি আরাবে আর উচ্ছিষ্টভোজনে,
চুরচুর হয়ে "কঙ্গরসের" নেশায়.
কাটাইলে বহুকাল, আর কেন, বল ?
শিক্ষানামে বিষ পান করিছে দেশের
যুবকযুবতীগণ, নিজেও সে বিষ
পান করে' বিষক্রিয়া বুঝিছনা হায় !
বোধশক্তি এখনও যদি থাকে কিছু,

প্রচলিতশিক্ষাধ্বংসে আগে দাও মন,
সত্যকার দেশহিত কাম্য বস্তু যদি।
আমি তো লতিকাধনে বঞ্চিত হইয়া
গোল্লায় যেতেই ঠিক্ হয়ে বসে আছি,
পোড়া এ দেশের দুঃখে তবু কাঁদে প্রাণ।

প্রতিহিংসা বিচারের অবসর সহে
কি কখন? মঞ্জুরীরে করিয়া চুম্বন
মনে করি, লতিকার বিম্বোষ্ঠের সুধা
করি আমি পান—যাতে বঞ্চিত হইয়া
প্রতিহিংসা বিষে দিগ্ধ অন্তর আমার,
এরূপে সে বিষক্রিয়া মন্দীভূত হয়।
আর না, এবার হ'ক এস্পার কি ওস্পার।

রক্ষিতে কন্যায় পিতা করেছে প্রস্তুত
আচ্ছা কেল্লা, সুরক্ষিত এ পুষ্পবাটিকা।
দেখাব তাহারে এই দুর্গ অধিকার
কেমনে করিতে হয়।
(ফটকের দিকে লক্ষ্য করিয়া) কে খোলে ফটক?
মালী, মালী? মালীর এ চেহারা অদ্ভুত!
অদ্ভুত, অদ্ভুত এই উদ্যানাধিপতি।
কেহে তুমি এ বাগানে যেতে অধিকারী?
(উচ্চৈঃস্বরে একথা বলিয়াই ফটকের কাছে দ্রুতপদে গমন)

যুবক। আপনি কি চান?

মিঃ সে। চাই তোমার মস্তক।
এতক্ষণ খাড়া আছি, ঢুকিতে পারিনি,
তবু প্রশ্ন, "আপনি কি চান?" আজবক্।
যুবক। আজ্ঞে, এ বাগানে সবে ঢুকিতে না পায়।
মিঃ সে। সবিশেষ অবগত আছি আমি তাহা।
আগে বল কিবা কাজ তোমার বাগানে,
ফটকের চাবি তুমি পাইলে কোথায়?
যুবক। আমি মালী। (স্বগত) বেশে বুঝি বাধায়েছে গোল।
মিঃ সে। (স্বগত) সত্য অনুমান। (প্রকাশ্যে) কত মাহিয়ানা পাও?
যুবক। খোরপোষ মালিকের, আর ত্রিশ টাকা।
মিঃ সে। কি কাজ? মালীর শুধু, না, আরও কিছু?
যুবক। আর কিছু নয়।
মিঃ সে। তুমি ভদ্রবেশধারী?
যুবক। শুধু তাই নয়, কিছু লেখাপড়া জানি।
মিঃ সে। মনে হয়, কিছু নয়, বেশ জান তুমি।
যুবক। আজ্ঞে আমি গ্রাজুয়েট্, মালিকই কৃপা
করে' শিখাইয়া নিজে দিয়াছেন কাজ।
উড়ে ও পশ্চিমা মালী বিশ্বস্ত না হয়,
তা ছাড়া, তাঁহার মতে এ রকম কাজ,
বেকার যুবকদের উপার্জ্জনোপায়।
মিঃ সে। (স্বগত) আবার সে লোকটার প্রশংসার কথা,
প্রতিহিংসাটারে যাতে গলা টিপে মারে।

(প্রকাশ্যে) মাফ্ কর, কটু কথা বলেছি তোমায়।
এ সামান্য আয়ে বল চলে কি তোমার ?

যুবক। বেশ চলে, উন্নতিরও আশা আছে বেশ :
চারাগাছ লালনের প্রচুর সুযোগ,
পড়াশুনা করিবার সময় ও পাই।

মিঃ সে। আমায় ভিতরে যেতে দিতে বাধা আছে ?

যুবক। বাধা কি ? আপনি ভদ্রলোক, মেয়েরাও
এ সময় না আসেন হেথা, তদ্রূপের
কোন রূপ সম্ভাবনা আপনা হইতে
নাই, তবে আর বাধা কি থাকিতে পারে ?
বাবুর বাড়ীতে যাঁরা অতিথি আসেন,
তাঁদের মতন, মনে করি, আপনার
বাগানে প্রবেশে নাই বাধার কারণ।

মিঃ সে। না হে, এটা হবে বড় অসঙ্গত কাজ,
যাকেতাকে ভিতরে না যেতে দিয়ো তুমি।

(স্বগত) এ কাজ মঞ্জরী এলে হবে অনায়াসে,
আমি শুধু জেনে যাই লতিকা প্রভৃতি
কখন আসে ও হেথা কতক্ষণ থাকে।

(প্রকাশ্যে) রোজ হেথা কে কে আসে ? বাবুর মেয়ে, না,
বিদুষীও যারে জানি সহচরী তার ?

যুবক। আপনি জানেন সব, তাহাই সম্ভব,
নৈলে কেন ইচ্ছা হবে বাগানে আসিতে ?

দিদিমণি, তার বর, আর সে মেয়েটি
(নাচিতে সরেস তিনি অবশ্য জানেন),
ভোরে আসে, নাচ গান চলিতে থাকিলে,
কোন দিন দুই এক ঘণ্টা কেটে যায়।

মিঃ সে। বিদুষীর নাচ দেখে বড় খুশী মোরা,
লতিকারে নাচিতে না দেখে দুঃখী তত।

যুবক। দুঃখের কারণ আর থাকিবেনা কারো,
দিদিমণি, তার বর, শিখিছেন বেশ।

মিঃ সে। (স্বগত) আরে ঘু-ঘু, কীর্ত্তনেতে লাফালাফি
নহে, এ যে নিন্দনীয় নাচ গান শেখা !
ডুব দিয়া জল খাও, রটিয়ে বেড়াও,
কঠোর নির্জ্জলা একাদশীব্রত পাল।
প্রতিহিংসারাক্ষসী রে, পুষিয়াছি তোরে
স্বীয় স্বল্পরক্তে এতকাল, এবে ভূরি
রক্ত তোরে প্রাণ ভরি' করাইব পান।
(প্রকাশ্যে) সরল, উদ্যোগী, তুমি শিক্ষিত যুবক,
এই লও উপযুক্ত তব পুরস্কার।
(একখানি ১০৲ টাকার নোট প্রদান)
এই কাজ যদি কভু ভালো নাহি লাগে,
সেনিয়েল্ ব্যারিষ্টারে করিয়ো স্মরণ। (প্রস্থান)

যুবক। (স্বগত) এই সেই যার নাম শোনা আছে খুব।
একটা ধরিতে দুই মুরুব্বি জুটিল।

৭ম দৃশ্য

মঞ্জরী শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর শায়িতা

মঞ্জরী। লাথি মারিয়াও যদি ঘরেই থাকিত,
তবে বুঝি এই দশা না হইত মোর।
বিদুষীর পবিত্রতা বিদিত সবার,
আমার প্রত্যক্ষীকৃত লতিকার তাহা;
একের সংসর্গজাত ফল বিলম্বিত,
অপরে দর্শন মাত্র পবিত্র হইতে
প্রবলআকাঙ্ক্ষানল জ্বলিল হৃদয়ে।
শুনি, সতী পত্নী, পতি যাইলে বিপথে
সুপথে আনিতে পারে। সে ভাগ্য আমার
ভালে লিখেছেন বিধি? ভাবিতে পারিনা
আর!

শফার। (নেপথ্যে) হুঁশিয়ার, মৈঁভী সাথ আউ?

মিঃ সে। (নেপথ্যে বিকৃত স্বরে) নেহি।

মঞ্জরী। ফিরে এল বুঝি? (স্বামী ঘরে প্রবেশ করিলে)
(স্বগত) এ কি বিকট চেহারা!
(প্রকাশ্যে) এলে নাথ? মনে হল রাগ করে' গেলে,
বুঝি আজ ফিরিবেনা। যদি বা ফিরিলে,
কি অবস্থা এ তোমার? বাহিরে না খাও
মদ, বলিয়াছ মোরে, বিপরীত একি
দেখি আচরণ আজ?

মিঃ সে। (বিকৃত স্বরে) মদখোর আমি ?
ও কথা বলিলে ফের মার খাবে তুমি।

মঞ্জরী। মা গো !
(দ্রুতপদে মঞ্জরীর মাতার প্রবেশ)

ম-মাতা। (কাতরস্বরে) কি হয়েছে, মঞ্জু, জামাই মেরেছে ?

মঞ্জরী। না মা, দেখিছনা ওর অবস্থা কেমন ?

ম-মাতা। লুকোচ্ছিস্ তুই। হ্যাঁগা বাবা, তোমাদের
সব গুণ আছে জানি, কিন্তু স্ত্রীর গায়ে
হাত তোলা মন্দ বল ; তোমাদের গুরু
যারা তারা স্ত্রীজাতির বড় মান্যি করে ;
একি সামান্যির কাজ করলে বাপধন ?

মিঃ সে। এ বুড্‌টী মায়িকো হিঁয়া তুম্‌নে বোলায়া ?

মঞ্জরী। না গো না, বেড়াতে এসে দেখে গিয়ে মোরে,
বাবা পাঠালেন ওঁরে।

মিঃ সে। লাগিয়েছ খুব
মোর নামে বাপ মা'র কাছে ?

ম-মাতা। ও নাগালে
সত্তে এসে হাড়গোড় চুরাত তোমার।

মিঃ সে। সত্যেন্ বাবুর কথা বল্‌ছেন আপনি ?
হাঁ জবরদস্ত হ্যায়, লেকেন আমি তো
উন্‌কো তারিফ্ খুব হামেশাই করি,
ওঁ কিঁয়ো ডাটেঙ্গে হাম্‌কো বলুন আপনি ?

মঞ্জরী। (জনান্তিকে) মা, দাদার নামে ভয় পাইয়াছে বড়,
আর না, বুঝায়ো মিষ্টি কথায় উহারে,
আমি তোমাদেরে ওর কথা বলি নাই,
তোমরা আপনা থেকে এসেছ দেখিতে
মোরে, ফিরে গিয়ে তাঁরে কিছু না বলিবে।

ম-মাতা। আমি এটা কিছুতেই সইতে না পারি ;
এ একটা জানোয়ার, তার ঘর করা ?

মঞ্জরী। বেহুঁস্ নেশায় ও যে এখন দেখনা ?
নেশায় এমন হয়, ঝগড়া করোনা,
তার এ সময় নয়, বল মিষ্টি কথা।

ম-মাতা। তবে ওরা ওজাতের গুণ গায় কেন ?
এটা মোটে বরদাস্ত হয় না আমার।

(সত্যেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

সত্যেন্। মঞ্জু, মা'র আঁতে কভু ঘা না দিবি তুই।
জানিস্, পাশ্চাত্যদের মন্দ ছাড়া ভালো
কিছু যে থাকিতে পারে সে বিশ্বাসটুকু
ওঁর নাই ; এ অবস্থা বাবারই দোষে,
বিলাতযাত্রার তাঁর ফল খুব ভুগে।
রগড়ের কথা ওঁর, পদ্মার চড়ায়
চণ্ডালমুসলমানআদি নিঃস্ব লোক
যথা করে বাস, তেম্নি, লোকের কথায়
যারা মাখেদানোবাপতাড়ানোর দলে,

তারাই এ দেশ থেকে খুব তাড়া খেয়ে,
করেছিল সমুদ্রের গর্ভে বাসস্থান,
তাদের আক্রোশ তাই এ দেশের প্রতি।

(মিঃ সেনিয়েল পলায়নের উপক্রম করিতেই সত্যেন্ সজোরে তাহার হাত ধরিয়া)

হাত ছাড়াবার চেষ্টা বৃথা নাহি কর,
ব'স, ভয় নাই, শান্ত হয়ে শোন কথা।

মঞ্জরী। দাদা, পায়ে পড়ি, ওর হাত ছেড়ে দাও।

সত্যেন্। আমি কি উহার মতো হয়েছি মাতাল
তোরই সাক্ষাতে তোর স্বামীকে লাঞ্ছিব ?
প্রণয়ে নিরাশ হলে মানুষ কি হয়,
মঞ্জু রে, জেনেছি আমি ভুক্তভোগী হয়ে।

মিঃ সে। (স্বগত) ওঝায় দেখেই ভূতনেশা ছেড়ে গেছে,
মুখের দুর্গন্ধ দূর করিব কেমনে ?
(প্রকাশ্যে) মা, দাদা, সকলে ক্ষমা করুন আমায়,
আমি যে উন্মত্ত অতি উত্তেজনাবশে।

সত্যেন্। আমি তাহে শান্তিবারি করিব সিঞ্চন,
একটু বেরিয়ে শোন কথা যাহা বলি।
মঞ্জু, কোন ভয় নাই, অগাধ বিশ্বাস
আমার উপর তোর চিরকাল আছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ম-মাতা। ব্যাপারটা খোলাখুলি বল্ তো আমায় ?

মঞ্জরী। তুমি কি জাননা ওর বড় ইচ্ছা ছিল
লতিকারে বিয়ে করে ? তা না হওয়ায়,
এখন উন্মত্ত প্রায়, শুনিলে তো কথা ?
ম-মাতা। ঐ বাঁদরদের সব দেশেই এ ভাব,
এই দেশে আমদানী হয়েছে তাহার,
সাধে কি লো আমি তার 'পর হাড়ে চটা ?
সতেও গোল্লায় গেছে, শুনেছিস্ কি না ?
মঞ্জরী। তাঁহার কথার ভাবে কিছু বুঝিলাম,
বিশেষ জানিনা কিছু।
ম-মাতা। জেনে কাজ নেই,
ওসব বিলিতী কেলেঙ্কারীর কাহিনী।
বুড়ো তো তাতেই চটে' একেবারে লাল !
বিষয়আশয় সব অন্যে দিয়ে দেবে,
যদি এর হেস্তনেস্ত একটা না হয় !
তোরে বুড়ো ভালোবাসে, তুই কিছু পাবি,
সতেটা নিজের দোষে বঞ্চিতই হলে।
মঞ্জরী। মা, আর ভাবিতে আমি পারিনা, পারিনা !

৮-ম দৃশ্য

মিঃ সেনিয়েলের বৈঠকখানা।

সত্যেন্। বিদুষী ছুঁড়ীটা মোরে বড় দাগা দেছে।
তোমার আমার সনে, হীনাবস্থা হেন

পাত্রী হয়ে, শত গুণ থাকিলেও তার,
বিবাহের কল্পনাও যে করিতে নারে,
তার পাণিপ্রার্থী হয়ে আমি প্রত্যাখ্যাত ;
আশ্চর্য্য না ?

মিঃ সে। বিলাতে না গিয়াও দাদার
প্রেমকরাটা যে বেশ অভ্যস্ত হয়েছে।
গূয়ের এপিট আর ওপিট সমান
কি না বল ?

সত্যেন্। জানিলাম কল্পনাঅতীত
কথা, ওটা গোস্বামীর প্রণয়-আবদ্ধ,
তার সঙ্গে রসরঙ্গে নৃত্যাদিও করে,
কিন্তু প্রণয়ের অর্থ তুমি আমি বুঝি
যাহা, এই ক্ষেত্রে নাই তার পরিচয়।

মিঃ সে। এসব নিছক বুজ্‌রুকি, এদেশের
হিন্দুদের গাঁজাখোরি দেবতাকল্পনা !
আজ সবে আমি তার পেয়েছি সন্ধান,—
বাগানে গোপনে রাসলীলা উহাদের
গোস্বামীরে কৃষ্ণ করে'।

সত্যেন্। যদিও ততটা
সত্য না হতেও পারে, কল্পনায় প্রেম
আস্বাদন করা মূলে অসম্ভব নয়,
অগ্নিসহযোগে ঘৃত গলিবেই কি না,

এ পরীক্ষা আবশ্যক বিবেচিত হয়।
ভেবে দেখ, বৈজ্ঞানিক ঘৃতের সহিত
এমন পদার্থযোগ সঙ্কেতে ঘটাল,
যাহার প্রভাবে তাহা সাধারণ তাপে
গলে না, পরন্তু তাপাধিক্য হলে গলে।
বিদুষীর দর্প চূর্ণ করা আবশ্যক।
লতিকা বেচারা কোন দোষে দোষী নয়,
তার প্রতি প্রতিহিংসা তোমার না সাজে;
অথচ বিদুষী জব্দ হইলে সকলে,
লতিকা, তাহার স্বামী, আর তার পিতা
এককালে কাবু হয়। একই গুলিতে
দুই বক শিকারের কথা শোনা আছে,
এই ক্ষেত্রে চারি বক হবে ভূপতিত।

মিঃ সে। উকীলেরবুদ্ধি, দাদা, খেলিয়েছ খুব,
বাহবা, বাহবা! আমি হাটে মাত্র হাঁড়ী
ভেঙ্গে প্রতিহিংসা নিতে ছিলাম উদ্যত।

সত্যেন্। এর নাম প্রতিহিংসা? আমার প্রস্তাব
শতগুণে শ্রেষ্ঠ নয় কি না? পবিত্রতা
গর্ব্ব উহাদের, তাহা যে কোন কৌশলে,
ছলে, বলে, চূর্ণ করা প্রতিহিংসা বটে।

মিঃ সে। তোমার ফন্দিটা তবে খুলিয়াই বল?

সত্যেন্। ব্যারিষ্টারী কর, না, ও শুধু ঝকুমারি?

নাচিতে জানি না আমি, তুমি তাতে পটু,
নৃত্যচ্ছলে বিদুষীর কর সর্ব্বনাশ।

মিঃ সে। তোমার বোনের কাছে শুনিয়াছি আমি,
নৃত্যকালে তার নাহি থাকে দেহবোধ।

সত্যেন্। বেশ তো, পরীক্ষা তারই কর না কৌশলে?
জগতে রহস্যজাল ভেদ করা প্রাণ
দিয়াও কর্ত্তব্য লোকহিতকামনায়।

মিঃ সে। (স্বগত) রঙ্গমঞ্চে বিদুষীরে অপ্সরা বলিয়া
ভ্রম হয়, কামানলে জ্বলে' পুড়ে' মরি।
(প্রকাশ্যে) তোমার অভীষ্ট কার্য্য করিব সাধন।

৪র্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

লতিকার মায়ের কক্ষ

ল-মা। কেন যে এমন হয়! লোকে মনে করে,
আমি বড় ভাগ্যবতী, স্বামীর অতুল
যশ, ঐশ্বর্য্যের তাঁর নাহিক অবধি;
কন্যা মোর লতিকার স্বভাব চরিত্রে
সবাকার প্রাণমন করয়ে হরণ।

অথচ তাহারা জানে, আমি কি লাঞ্ছনা
ভুগিয়াছি এ স্বামীর প্রথম বয়সে।
বিলাত হইতে এসে বিবাহ করিয়া
আমায় যৌবনোচ্ছ্বাসে, ওদেশের প্রথা-
অনুসারে, পূর্ব্বরাগসঞ্চার হইলে,
বাহ্যতঃ আমায় ভালোবাসিতে তাঁহার
চেষ্টার না ছিল ত্রুটি ; কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা
মোর যাহা হ'ক্, জন্ম লভি' এই দেশে,
ষোল আনা প্রাণ দেন নাই তিনি মোরে,
বুঝিলাম অচিরাৎ। পরীক্ষার দিন,
যাহা হ'ক্, কেটে গেল শেষে, স্বদেশের
প্রতি প্রীতি, যাহা ছিল অন্তরনিহিত
ওঁর, তাহা কালক্রমে বিকশিত হলে।
উদার, ভাবুক উনি ছিলা চিরকাল,
বিশ্বপ্রেমে মোর ভাগ কেন না মিলিবে ?
কিন্তু কে খণ্ডাবে বল বিধাতৃবিধান ?
রূপান্তর ধরে' দুঃখ পুনঃ দেখা দিল,
ছেলেটা চরিত্রহীন হইতে লাগিল।
প্রচলিত শিক্ষা প্রতি মোরা শ্রদ্ধাহীন
বরাবর ছিনু, তার প্রতি বীতরাগ
দেখে ওরে কিছুমাত্র দুঃখ নাহি ছিল ;
মানুষ করিতে ওরে আছিনু প্রয়াসী।

সঙ্কল্পের ফলদাতা কিন্তু ভগবান্।
বিলাত যাইতে ওর দুর্ম্মতি হইল,
যার 'পর খড়্গহস্ত আছিলেন উনি।
ও যত যাইতে জিদ্ করিতে লাগিল,
উনি তত উল্টাদিকে বাঁকিয়া রহিলা।
আমি মাতা হতভাগী পরীক্ষা বিষম
আমার সম্মুখে একি! বুঝিবে মরম
এর মাত্র সেই জন যেই ভুক্তভোগী।
তবু বুঝালেম ওরে; ও বলিল মোরে
সহজ সরল কথা, "বিলাত না গেলে
কে বিয়ে করিবে মোরে? তোমাদের দেখি,
সৃষ্টিছাড়া সমাজের সৃষ্টিছাড়া প্রথা,
বাঁদুরে ইংরেজী বুলি মুখে না ফুটিলে,
সুন্দরীরা মুখ তুলে কথাটি না কন!"
উত্তর করিনু আমি, "কেহ না করিলে
নিশ্চয় করিবে বিদু" (কৌমার্য্যের পণ
তাহার তখনও কারো নাহি জানা ছিল)।
একথার উত্তরে ও অবাক্ করিয়া
বলিল, "বিদুরে বিয়ে করা, লতিকারে
বিয়ে করা তুল্য ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ।
তোমাদের বিলাতী এ প্রেম নাহি বুঝি!
বিদুরে শৈশবাবধি কনিষ্ঠভগিনী-

প্রাপ্য স্নেহ দিয়া পরে তারে পত্নীরূপে
গ্রহণ করার নাম প্রেম নহে, পাপ।
তোমরা বা কোন্ প্রাণে বিদুষীর ঘাড়ে
চাপাইবে আমাহেন গুণধর বরে ?"
এমন সুবোধ ছেলে ক্ষেমঙ্কর মোর,
কেন গো এমন হল ? উনিতো নিশ্চিন্ত,
ছেলের বে-চা'ল দেখে' বিচলিত নন ;
বলেন, "সংস্কার মাত্র প্রভাব বিস্তার
করে মানবের 'পরে, শিক্ষা দীক্ষা তার
গতিরোধ করিবারে সমর্থ না হয়।"
ইহাতে মায়ের প্রাণ প্রবোধ কি মানে ?

(বিদুষীর মায়ের প্রবেশ)

এস দিদি, এস, এস, ক'দিন দেখিনি ?
ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত থাক তুমি
জানি, তবু ইচ্ছা হয় ঘনঘন দেখি।

বিদু-মা। সংসারের কাজ ? কই ? তেমন কিছু না,
নিজে দু'টি রেঁধে খাই, তাই বুঝি বড়
বেশী কাজ মনে কর ? আমাদের দেশে
এভাব তো কোনো দিন ছিলনাক বোন্ ?
ঠাকুরের রান্না, বল, খেয়েছি ক'দিন ?
এ পোড়াজীবনকথা বলি কিছু শোন,
দুঃখের কাহিনী বলে' সুখ পাই মনে।

তোমার ভাসুর, আমাদের বিবাহের
বছর দেড়েক পর, তখনও ছোট্টটি
আমি—ভালোবাসা, ভালোবাসা লোকমুখে
শুনি, কিন্তু নিজে ঠিক্ পারি না বুঝিতে,
স্বামীর সোহাগ পেলে কিন্তু গলে' যাই
এমন সময় ঠিক্—গেলেন বিলাত।
বাবা রাগ করে' মোরে নিলেন নিজের
কাছে ; হিন্দু আচারেই বছর তিনেক
আরও কাটিল, রান্নাবাড়া আদি কাজে
থাকিলাম যেন ডুবে। এদিকে তোমার
ভাসুর জাঁকিয়ে খুব শেষ পাশ দিয়ে
ফিরিলেন দেশে, ধন্যি ধন্যি পড়ে' গেল।
আমি তো তখন বেশ হয়েছি ডাগর,
ইচ্ছে হল পাখা ধরে' বোম্বে চলে' যাই।
বাবা এ খবর পেয়ে, বাঁচালেন মোরে
নিজেই জিজ্ঞাসা করে', "গোখাদক স্বামী
যেই তার কাছে তোর যেতে ইচ্ছা হয় ?"
মুখে না বাধিল মোর বলিতে এ কথা,
"তোমার এতে না যদি কোন ক্ষতি হয়।"
বাবা বলিলেন, "এতে মোর ক্ষতি কি রে ?
জা'ত যাবে তোর ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হবে।"
চট্ করে' কি খেয়াল মাথায় আসিল,

বলিলাম, "আচ্ছা বাবা, ধোপায় ধোপায়
চাঁড়ালে চাঁড়ালে দেখি যে বিবাহ হয়,
তারা তো হিন্দুই ? ম্লেচ্ছ কি মুসলমান,
ধর্ম্ম এক সকলের আছে ; স্ত্রীলোকের
স্বামীর ধর্ম্মই ধর্ম্ম।" বাবা শুনে চুপ।

লতি-মা। আচ্ছা দিদি, জিজ্ঞাসিব, গোপনীয় যদি—
নাঃ, কথাটা পাড়িব না, দুঃখের সে কথা।

বিন্নু-মা। হ'ক না দুঃখের কথা ? তা বলেই সুখ,
কি কথা তোমার বোন্ ? বল, বাধা নেই।

লতি-মা। বিলাতে থাকিতে বটঠাকুর তোমায়
চিঠিপত্র লিখিতেন ?

বিন্নু-মা। শুধু লেখা ? কত দুঃখু করে' লেখা—বাবা
যদি না ছাড়েন মোরে, তবে দেশে ফিরে,
চাকরী করে'ও আর বিবাহ না করে'
চির-সন্ন্যাসীর মতো কাটিবে জীবন—
এ সব প্রাণের কথা লিখিতেন তিনি।
বিদ্যেসাধ্যি মোর সবে দেখিতেই পাও,
অতবড় তাঁর যুগ্যি কিছুই ছিল না,
তবু তাঁর ছিল সদা আমাগত প্রাণ।
শহরে পা দিয়ে ছুটে আসিলেন হেথা,
বাবারে না ছুঁয়ে হাত যুড়ে' বলিলেন,
"অনুমতি পেলে তবে পাদস্পর্শ করি,

করুন বিশ্বাস, আমি অখাদ্য আহার
কখনও করিনি আপনার কথা ভেবে,
প্রায়শ্চিত্ত যথারীতি তথাপি করিব।
যে কয়েক দিন সেই কাজ না হইবে,
আপনার কন্যা রবে আপনার কাছে,
কিন্তু প্রতিদিন চাই সাক্ষাৎ বারেক।"
বাবা তো আহ্লাদে আটখানা কথা শুনে,
বলিলেন, "অবিশ্বাস্য তোমার কথায়
কিছু নাই, প্রতি বর্ণ সত্য ও সঙ্গত।
তিন দিন পরে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়,
এই তিন দিন রোজ আমাদের বাড়ী
এসে কাটাতেন শুধু আমারই কাছে,
কি যে করিতেন, কি যে বলিতেন, যেন
উন্মাদের মতো! তাই চিন্তার খোরাক
করে বেঁচে আছি ছেড়ে তাঁরে কত কাল!

লতি-মা। তিনি তবে পূরাপূরি হিন্দুই ছিলেন?

বিদু-মা। তোমাদের মতো ঠিক্ ধরে নিতে পার,
যদি ও এতটা নিষ্ঠা দেখিনি তাহার;
আর কিছুকাল বেঁচে থাকিলে কি হ'ত
বলিতে পারি না। পাণ থেকে চূণ খসা,
বারব্রত, পূজা, পালপার্ব্বণে আমার,
বরদাস্ত হইত না তাঁর, পাছে আমি

কোন দুঃখ পাই মনে, বুঝি এই ভেবে।
আফিসে সাহেব পূরা ঘরে ভোলফেরা।

লতি-মা। নিত্য তবে তাঁর কথা করহ স্মরণ ?

বিন্দু-মা। বিস্মরণ হন নাই তিনি দিনেকের
তরে, স্মরণের কথা বলিছ কি তুমি ?

লতি-মা। স্বপ্নে তাঁর দেখা পাও ?

বিন্দু-মা। ইচ্ছা হইলেই।
এখন যে কথা বলি শোন মন দিয়া,
শুনিবার বা কি প্রয়োজন ? এই দেখ।
(বলিয়াই একখানি চিঠি প্রদান)
সত্যেন্‌কে একটু কড়্‌কে দিতে আমি নিজে,
হয়নি এমুখো আর। আবার উৎপাত
একি হল দেখ। বিন্দু নিজে নির্ব্বিকার,
চিঠিটা খুলেই এক ছতর না পড়ে'
দিয়াছে আমায়, বোধ হয় ইচ্ছা, আমি
তোমাদের পরামর্শ লয়ে কিছু করি।
বেনামি এ চিঠি, অতি কদর্য্য ভাষায়
কুচ্ছিত ইঙ্গিতে ভরা।

লতি-মা। সে দুষ্টেরই কাজ,
এতে মোর কিছুমাত্র নাহিক সন্দেহ।
খারাপ কথার দ্বারা খারাপ মনের
ভাব জাগাইতে ওর প্রয়াস কেবল।

হাতের লেখাটা ক্ষেমা চিনিবে নিশ্চয়,
(পুত্রকে আহ্বান) ক্ষেমা, বাবা, একবার আয় তো এখানে।
দুষ্টের শাসন মোরা করি কোন্ মুখে
আমাদের ঘরে যবে পুত্ররত্ন হেন ?

বিজু-মা। মেয়েদের বিবাহই ভালো মনে করি,
এমন হেঙ্গাম তবে পোয়াতে না হয়।

ল-মাতা। কামুক বরের হাতে আত্মসমর্পণ
বিদুষীর মতো মেয়ে করিতে না পারে।
তুমি তো হিন্দুর মেয়ে জানা আছে সব,
ব্রাহ্মদের ভিতরেও প্রাবল্য কামের
এত আমাদের কালে নাহি ছিল জানি।
পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত যুবক যুবতী,
উচ্ছৃঙ্খলস্বাধীনতালিপ্সাপরবশে,
এভাব যে অতিদূষ্য সে জ্ঞান হারায়ে,
দেশের ও সমাজের অনিষ্ট অশেষ
করিছে সাধন ; মোরা ভেবে চিন্তাকুল।

বিজু-মা। সত্য কথা বোন্, আমি এতটা ভাবিনি।
(ক্ষেমঙ্কর আসিলে তাহাকে চিঠিটা দিয়া)

ল-মাতা। বল্‌তো বেশ করে' পড়ে' কে লিখেছে এটা ?

ক্ষেম। (পড়িয়া) শালাকে জুতিয়ে জব্দ করে' তবে কথা।

ল-মাতা। দেখ্, মাতলামি করা এখানে না সাজে,
আমি ছাড়া জেঠাইমা তোর উপস্থিত,
ভদ্রভাবে কথা বলা না হয় উচিত ?

ক্ষেম। মা তুমি জেঠাইমার কাছেই বলিলে
আমি মদখোর্? বাবা মোর সর্ব্বনাশ
করিল সাধন, শেষে তোমারও সে কাজ?

বিন্দু-মা। না বাবা, তোমায় এম্নি কথা বল্‌তে পারে
মা তোমার? আমি ও কি পারি? বড্ড ভুল
বুঝিলে যে; ওর মানে, যে কথাই বল,
ভদ্রভাবে বলা চাই, চটে ও খারাপ
কথা মুখে আনিবেনা। তুমি অতি প্রিয়
আমাদের, এই ত্রুটি দেখিলে তোমার
আমাদের কষ্ট হয়।

ক্ষেম। তোমরা কি চাও
তবে সত্যেন্ উকীলে মারিবনা আমি,
ওর এই শয়তানি দেখে চুপ মেরে
যাব? এতবড় বৈষ্ণবতা মোর নাই।
মূর্খের ঔষধ লাঠী, জান তো সকলে?

বিন্দু-মা। বাবা, শান্ত হও, মারধরে কাজ নাই,
বাবার মতন হতে চেষ্টা করা চাই।

ক্ষেম। বাবাই তো সর্ব্বনাশ করেছে আমার,
এত দিনে কি মানুষ হয়ে ফিরিতাম!

বিন্দু-মা। তোমার এ কথা, বাবা, মানিতে না পারি;
টাকা রোজগার হ'ত, হয় তো হ'তনা,
চরিত্রটি ভালো রাখা খুব শক্ত হ'ত।

ক্ষেম। বাবার ও আদি লীলা মোর জানা আছে।

ল-মাতা। (জনান্তিকে) বিদায় করনা ওকে যেম্নি করে হয়।

বিদু-মা। ছিঃ বাবা, বাপের দোষ ছেলে দেখে কভু ?
তুমি তবে যাও, দেখো, ঝগড়া করোনা।
তোমার বাবার সাথে এই চিঠি নিয়া
বুঝাপড়া যাহা হয় আমরা করিব।
তুমি তো আমার কথা বরাবর শোন,
কেমন, আমার কথা এখনও রাখিবে ?

ক্ষেম। নিশ্চয়। বিদুর নিন্দা শুনিতে না পারি,
তাই চটেমটে শেষে মা'র মনে ব্যথা
দিয়া বাবারও নিন্দা মা'র কাছে করা
বড়ই অন্যায় হল। (স্বগত) হও সাবধান !
বিলাতে না যেতে পেয়ে জাহান্নমে তুমি
যাইতে কি বসিয়াছ ? হও সাবধান !

(প্রস্থান)

ল-মাতা। (স্বগত) ঠাকুর, ক্ষেমারে মোর ভালো করে দাও।

বিদু-মা। (বাহিরে মোটরের শব্দ শুনিয়া)
ঠাকুরপো আসিলেন, আমি তবে যাই।
মীমাংসা কি হয় শীঘ্র জানাবে আমায়।

২য় দৃশ্য

লতিকার পিতা আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া জলযোগে নিযুক্ত
লতিকার মাতা পার্শ্বে আসনে উপবিষ্টা

ল-মাতা। জরুরি সংবাদ দিয়া এইমাত্র দিদি
গেলেন, তোমার আসিবার আঁচ পেয়ে।

ল-পিতা। আগে বলিলেনা কেন ? ওঁদের বাড়ীতে
গিয়া কাজ একেবারে সেরে এলে হ'ত।

ল-মাতা। কাছারিতে জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করনা
জানি, জলখাবার না খেয়ে যেতে পার ?

ল-পিতা। খুব পারি, খুব পারি, পারাই উচিত।

ল-মাতা। আমার পরাণে তাহা সহিতে কি পারে ?

ল-পিতা। তা বটে। সংবাদটা কি জেনে রাখা ভালো।

ল-মাতা। কে-না-কে বিনুকে এক চিঠি লিখিয়াছে
নামধাম নাহি দিয়া, লেখাটা চিনিতে
ক্ষেমাকে ডাকান হল, সে বলিল, এর
মূলে সত্যেন্‌টাই আছে, যদি ও লেখাটা
তার নয়। বলিয়াই উন্মত্তের মতো
ধাইল মারিবে বলে,' মোরা থামালেম।

ল-পিতা। তোমার যেমন বুদ্ধি! ওকে ডাকা কেন?
ও তো জান বিদুষীরে লতিকার চেয়ে
ভালোবাসে? ওর এটা সহিবে না, ইহা
তোমাদের আগে জানা আছিল উচিত।
হিতাহিত জ্ঞান ওর মোটে নাই। যা'ক,
ঠাণ্ডা যে হয়েছে, ভালো। চিঠিতে কি লেখা?

ল-মাতা। বিদুষীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা গোস্বামীকে দিয়া
মিটিবার নয়, বিশ্রী বিশ্রী কথা দিয়া
ইহা প্রতিপন্ন কৈতে চেষ্টা আগাগোড়া।

ল-পিতা। বৌদিদি দুঃখিতা খুব?

ল-মাতা। খুব বেশী মনে
না হইল, আসিয়াই কথার মাথায়
স্বামি-বিষয়ক এক অতীত কাহিনী
বর্ণনা করিতে তিনি সুখ অনুভব
সবিশেষ করিলেন, লক্ষ্য করিলাম।
আরও বুঝিনু তিনি তোমার উপর
সত্যই নির্ভরশীলা সকল বিষয়ে।
তোমার মীমাংসা তাঁরে শীঘ্র জানাইতে
অনুরোধ করিলেন যাইবার বেলা,
ইহাতেই বুঝা যায় ব্যাপারটা তাঁর
মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে কিছু।

ল-পিতা। কিছু নয় গো, বিশেষ। যাই, শীঘ্র যাই।
দেখিলে, কেমন শত্রু ছিদ্র বা'র করে ?
দেখো, জামাতার কাণে না ওঠে একথা।
শুনিলেও ওর শান্তিভঙ্গ নাহি হবে,
তথাপি না শোনা ভালো, ক্ষেমা না প্রকাশে।

ল-মাতা। তোমার একথা ওকে বুঝায়ে বলিব।
ও তো বলে, এ মূর্খের লাঠীই ঔষধ,
কোর্টে মোকদ্দমা করা কেলেঙ্কারী সার।

ল-পিতা। বৌদিদিকে শান্ত করা মাত্র মোর কাজ,
বিদুর দরুণ চিন্তা মোটে নাই মোর।

৩য় দৃশ্য

বিদুষীদের বাড়ী

(জলযোগের বেশেই প্রবেশ করিয়া)

ল-পিতা। বৌদি, এই মাত্র বাড়ী এসে শুনিলাম,
আপনি বিশেষ কাজে আমাদের বাড়ী
গেছিলেন। কাজটা যে জরুরি সন্দেহ
নাই, ভাবনার আছে যথেষ্ট কারণ।

বিদু-মা। বিদু, হাতপাখাখানি শীঘ্র নিয়ে আয়।

ল-পিতা। হাওয়ার দরকার নাই, আপনাতে
আমাতে যে কথা হবে তাহা গোপনীয়,
বিদুর না থাকা হেথা ভালো মনে করি।

বিদু-মা। তা কি হয়? আপনার বড় কষ্ট হবে,
এই কাজ তবে আমি নিজেই করিব।

ল-পিতা। সর্ব্বনাশ! পাপকে যে বড়ই ডরাই।
অন্যে না জানুক্, বেশ জানেন আপনি,
এমন মানুষ আমি না ছিলাম আগে,
পাপবোধ তবে ছিল কুজ্ঝটিকাময়,
জ্ঞানসূর্য্যালোকে এবে প্রকট-আকার।
দিবানিদ্রা, অতিনিদ্রা, সন্তানকামনা
বিনা পত্নীসহবাস, পাপ বলে' গণ্য
নাহি ছিল, এবে দেখি সব বড় পাপ।
বলুন, একাজ নিজে করিতে পারিনা,
এটা কি দোষের নয়? চাকরের কাজ
আছে অবশ্যই জানি, কিন্তু তা এরূপ
বলে' মনে নাহি হয়; আত্মসেবা তরে
অন্যের অপেক্ষা করা সর্ব্বথা অন্যায়।
তবে, প্রণিধানযোগ্য এক কথা আছে,
বিদুর ও আমাদের মনের ভিতর
গোপনীয় কিছু থাকা সঙ্গত ও নয়।
রহস্যের গুপ্তিমর্ম্ম ওর জানা আছে,

মন্ত্রণা দানের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা প্রাণ
যার, আছে কিনা ওর, চাই পরীক্ষিতে।
উপস্থিত ব্যাপারের মীমাংসার শেষে
সুখের সংবাদ এক করিব জ্ঞাপন,
বিদুর ও পরামর্শ তাতে আবশ্যক।

বিদুষী। বকে' বকে' আয়ুঃক্ষয় কেন কর কাকা,
যবে কোর্টে নাহি রও? তুমি বলিলেই
অমনি পাথাখানি রেখে ঘর ছেড়ে যাব?
ব্যারিষ্টারী ফলাবার এ জায়গা নয়।
তার পর, স্থান দিতে রাজী হলে তুমি,
যেহেতু আমার পরামর্শ আবশ্যক
হবে পরে। বাঃ রে যুক্তি! আমি ততক্ষণ
বাহিরে যাবনা কেন বলিতে কি পার?
পার খুব, খুব জান, কিছুতে যাবনা।
এখন বল তো সুখ কিসে বেশী হয়,
আমার সেবায় বেশী, না, আত্মসেবায়?
যা'ক উত্তরের আমি প্রত্যাশা করিনা,
শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় কাজে তুমি দাও মন।

স-পিতা। উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম আমি।
চিঠি কার তাহা ধরা শক্ত কিছু নয়,
যেহেতু নিজেই তাহা করেছে স্বীকার—
তার মতো ভালোবাসা অপর কাহারও

সাধ্য নয়। তবে কেন গোপন করিল
নাম? তার হেতু, আমি করি অনুমান,
দোষের আরোপ আছে চরিত্রে বিদুর,
লতির বরের সনে সাহচর্য্য ওর
সুস্পষ্টকটাক্ষপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত।
ক্ষেমা ঠিক্ বলিয়াছে, মূর্খের ঔষধ
লাঠী, মনে হয় তার হবে প্রয়োজন,
এরূপ ইঙ্গিত যদি করে ভবিষ্যতে।
ক্ষমা করা এইবার সর্ব্বথা উচিত,
অভিযোগ অকর্ত্তব্য মানহানিহেতু,
আমার বিচারে সদা, সর্ব্ব অবস্থায়।
কেননা, মানের দাবী অবৈষ্ণবোচিত,
তার হানি জানি মোরা অলীক ব্যাপার।
কৌমার্য্যব্রতীর প্রতি কটাক্ষের হানি
প্রাকৃতজনের অতি সম্ভাব্য ব্যাপার,
তাতে ক্ষুন্ন হওয়াই হীনতা স্বীকার ;
বিদুষীরে এত হীন আমি নাহি ভাবি।
কুৎসিত ভাষার ব্যাখ্যা লতিকার মাতা
করিয়াছে, বেশী বলা নহে আবশ্যক।
শেষ কথা, বৌদি যেন দুঃখিত না হন,
আপনি, আমরা এটা গ্রাহ্য না করিলে
শত্রুতাসাধনচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এখন শুনুন এক সুখের সংবাদ।
সুষেণ দোকান তার চালাইছে বেশ,
দেখে' এক বন্ধু মোর ওর বিবাহের
এক প্রস্তাবনা লয়ে আজ উপস্থিত।
দার্জ্জিলিঙে সুষেণের দোকানের পাশে
বাস তাঁর, সরকারী চাকরী জীবিকা ;
নিজে মোটা মাহিয়ানা পা'ন ; ভ্রাতুষ্পুত্রী
পাত্রী, তার পিতা নাই, মাতা বর্ত্তমান।
পাত্রীটি দেখিতে ভালো, পাড়াগাঁয়ে থাকে,
তাই আশা করি, আপনাকে দুটি রেঁধে
দিবে, বিদুষীর কিছু হবে অবসর
অপর অপর গুরুকর্ত্তব্যপালনে।
বন্ধুটির এ যাবৎ এ ধারণা ছিল,
দাদা দেহত্যাগকালে প্রচুর অর্থই
রাখিয়া গেছেন ; শেষে শুনে সব কথা,
এ পাত্রেই কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক।
বলুন, পাত্রীটি হেথা আনিতে বলিব ?
আপনার দেখিবার সুযোগ যাহাতে
হয়, ভদ্রলোক তাহা করিতে প্রস্তুত।
কি বলেন মন্ত্রিবর বিদুষী বিদুষী ?
আনন্দে কি নৃত্যারম্ভ করিবেন তিনি ?

বিদুষী। মশায়ের রঙ্গ দেখে' রসভঙ্গ হয়,

অঙ্গভঙ্গী তা হইলে হইবে কেমনে ?
নাচিবার সাধ কিন্তু পূরাপূরি হয়।
বিবাহ না করে' নিজে মা'র মনে ব্যথা
দিয়াছি বিস্তর আমি, তাই আজ মোর
আনন্দ অপার। কাকা, এত কাজ সত্বে
আমাদের জন্য তুমি এতখানি ভাব,
ইহা ভেবে আনন্দে যে গলে যাই আমি,
নাচিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারাই।
তোমার একটা কথা বেসুরো বাজিল
কিন্তু কাণে। মেয়েদের রান্নার কাজটা
অবজ্ঞার চখে তুমি দেখিতেছ কেন ?
মাকে রেঁধে খাওয়ান কর্ত্তব্য আমার
মাত্র নয়, অতিবড় আনন্দের কাজ।

ল-পিতা। খুব জানা আছে তাহা, বিরত ছিলাম
তাই বাধাদানে। তবে কি জানিস্ বিনু ?
আমরা অভ্যস্ত নই বলে,' কষ্টকর
মনে হয়, সাধ হয় আমরা করিনা
যাহা তোকে যেন তাহা করিতে না হয়।
বিনু রে, আমি যে তোরে লতিকার মতো
প্রাণ দিয়া ভালোবাসি; দাদার দেহান্ত-
কালে তোর আধআধ কাকাকাকা সেই
মিষ্ট বোল এখনও বাজিতেছে কাণে,

হৃদয়তন্ত্রীতে মোর তুলিছে ঝঙ্কার !
ঠাকুর পো, আপনার ঋণপরিশোধ
হইবেনা এজীবনে ভালো করে' জানি।
পাত্রী দেখিবার ভার আমার উপর
দিতেছেন কেন ? নিজে দেখিলে না হয় ?

ল-াঁপতা। আমি নিজে দেখি নাই এমন পাত্রীর
সঙ্গে বিবাহের কথা মাত্র উত্থাপন
করি নাই, এইটুকু শুধু বুঝে নিন।
আপনার যে রূপের ঘোরে বিলাতেও
দাদার আমার মাথা ঘুরিতে থাকিত,
তেমন রূপের কথা অবশ্য বলিনা,
পাত্রীটি সুন্দরী তবু। এখানে আসিলে,
স্ত্রীলোকের যোগ্য চখে দেখিতে পাবেন
নিজে, বিদু বিদ্যাবতী পরীক্ষা করিবে
তার বিদ্যা—নৃত্য আদি, কেমন না, বিদু ?

বিদুষী। তোমার ঠেসের, কাকা, বালাই নে' মরি !
নিজে গিলিয়েছ তাই গিলেছি বিস্তর
ইংরেজী কিতাব, এবে কিন্তু বিমমিষা
পীড়া দেয় মোরে, ভাবি সংস্কৃত না পড়ে',
অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি কত !
পরীক্ষা করিব তুমি যেমনটি চাও।
নিজে নৃত্যে মত্ত বলে দুর্জ্জেয় কারণে,

পল্লীগ্রামে লালিতা যে স্বভাব-বালিকা,
তার নৃত্যবিদ্যা আমি পরীক্ষা করিব,
আমি কি সত্যই তবে লঘুচিত্ত এত,
কাণ্ডজ্ঞানহীন ? তুমি অন্ততঃ আমায়
এতদূর হীনচেতা মনে নাহি ভাব ?

ল-পিতা। তবে তো জানিস্ ঠিক্, মিটে গেল গোল।
"দুর্জ্জেয় কারণে" কেন ? খুলে বলি বি কি ?
তুইতো আমায় বলেছিলি, কবীন্দ্রের
বাড়াবাড়ি এ বিষয়ে দেখে ইচ্ছা তোর
বুঝাইতে লোকে খাঁটি নৃত্যের স্বরূপ ?

বিদুষী। ইহাকেই বলি আমি দুর্জ্জেয় কারণ,
'আমার ইচ্ছার' অর্থ ইচ্ছা গৌরাঙ্গের।

ল-পিতা। তর্কে হা'র আর বার করিছি স্বীকার,
ধন্য মেয়ে তুই বিদু, ধন্য মেয়ে তুই।
আমি তবে যাই এবে, এক কথা বলে'—
আমার নিজের প্রিয় পল্লীবাসভুমি,
পল্লীর কুটীর শ্রেণী ; কুগ্রহের ফেরে
অট্টালিকা নির্ম্মাণের কল্পনা নগরে
হয়েছিল মোর, (সেই সঙ্গে তোমাদের
জন্য ও সামান্য এই ব্যবস্থা করেছি),
ঠাকুরের দরশন পাইনি যখন।
দূষ্যতা ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি এবে।

ঠাকুর সহায় হলে যাব ফিরে গ্রামে
তোমাদের সঙ্গে লয়ে, থাকিব নির্জ্জনে।
রাজী আছ কি না বল অকপটে মোরে।

বিজু-মা। আমাদের মত ও যে জানিতে চাহেন,
মাহাত্ম্যের পরিচয় ইহাতে ও পাই।

৪র্থ দৃশ্য

শয়নকক্ষে সেনিয়েল ও মঞ্জরী

মিঃ সে। দিন দিন তুমি যেন হইছ কেমন,
নাচে আর সে উৎসাহ দেখিনা তোমার।
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি আমি সার কথা,
বল্‌নাচ এবিদ্যার সেরা, তাহা বিনা
উন্মাদনা আসিতে না পারে। বিদুষীরে
এ কথা বলেছ কি না নহি অবগত।
বলো তারে, শিক্ষাদাতা উপযুক্ত আমি
থাকিতে, সুযোগ তার করিতে গ্রহণ
শৈথিল্য ধীমতী তার শোভা নাহি পায়।

মঞ্জরী। সর্ব্বনাশ! স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া যে নাচ
তাহা শিখিবার কথা বলিব তাহাকে?

মিঃ সে। পুরুষের ভূমিকায় তোমরা হামেশা
অভিনয় কর, তেম্নি পুরুষ সাজিয়া
বল্‌নাচে কিবা দোষ বলিতে কি পার?

মঞ্জরী। বিদুষী পুরুষবেশ করে না ধারণ,
এটা বুঝি তুমি মোটে লক্ষ্য কর নাই?

মিঃ সে। স্ত্রীবেশেই সাজিবে সে, দোসর পুরুষ
সাজিবে তুমিই নিজে; সমস্যার এই
নহে দিব্য সমাধান? আপত্তি এখন
হইবেনা, উপরন্তু আগ্রহ বাড়িবে।

মঞ্জরী। নাচেই উৎসাহ তার পাইতেছে হ্রাস,
সে বলে, উদ্দেশ্য তার ব্যর্থ হইয়াছে
যেহেতু, সকলে মোরা তাহার ভাবের
গাম্ভীর্য্য রক্ষিতে মোটে নহি চেষ্টাবতী।
উন্নতিলক্ষণ কিছু দেখে সে আমাতে,
পরন্তু, অপর সকলের আচরণ
আনন্দময়ীর মনে ব্যথা দেয় বড়।

মিঃ সে। মারাত্মক এসংবাদ! ভাবিতে উচিত
ছিল এই পরিণাম, দলগঠনের
সমকালে; কে না জানে এসব ব্যাপারে
ভাবের লঘুতাপ্রাপ্তি ঘটে অহরহঃ?
(স্বগত) মহাত্মাদি—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"—
কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন, শিক্ষার সংস্কার

করে' জাতি গঠনের চেষ্টা না করিয়া
(ইংরেজী শিক্ষার ফল অর্থগৃধ্নুতা,
কামুকতা—ভারতের জাতীয়তানাশ);
ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী তাঁদের যেমন,
বিদুষী ও ব্যর্থকাম হইবে তেমনই।
(প্রকাশ্যে) সঙ্গদোষভয়ে ভীতা কেন সে হইবে ?
নিজে তো সে নির্ব্বিকার, তা হলেই হল।

মঞ্জরী। ভয় কারে বলে বিদু জানেনা কখন,
আদর্শের অমর্য্যাদা মনঃকষ্টহেতু !

মিঃ সে। এ সময়ে বল্‌নাচমন্ত্র দাও কাণে,
নিজে না পারিলে তারে আন মোর কাছে।

মঞ্জরী। (স্বগত) হায় ! ভ্রান্ত স্বামী মোর এখনও বোঝেনা,
তাঁহারই চরিত্রদোষে অপবিত্রীকৃত
এ গৃহ, বিদুর পদার্পণযোগ্য নয়।
(প্রকাশ্যে) তোমার কি মনে হয় আসিবে এখানে ?
বহুদিন আসে নাই লক্ষ্য কর নাই ?

মিঃ সে। না আসার কি কারণ ? (স্বগত) লতিকার পিতা
করেছে বারণ ? প্রতিহিংসানল, জ্বল্
ধক্ ধক্ ! (প্রকাশ্যে) বল্‌নাচ শিখিবার কথা
শুনে আসিবেনা ? তবে তার নৃত্যোৎসাহ
ভণ্ডামিরই এক নাম।

মঞ্জরী। নিষ্ঠুর তাহার

প্রতি তুমি নাথ, এত হয়োনা, হয়োনা।
বিদুষীর নিন্দা শেলসম বাজে বুকে !

মিঃ সে। নিন্দা কে করিতে চায় ? নিন্দা যে করায়ো।
বলিবে আমার কথা তাহারে সত্বর ?

মঞ্জরী। (স্বগত) ভগবান্, পরীক্ষায় ফেলিলে আবার !
সে যে এ নাচের কথা শুনে ত্রাসে কাঁপে,
তা জেনে একথা তারে বলিব কেমনে ?
আসিবেনা হেথা তা ও বলিতে না পারি,
বলিলে তাহার প্রতি হইবে আক্রোশ।
(প্রকাশ্যে) বলিব তোমার কথা।

মিঃ সে। তা হলেই হল,
বুদ্ধিমতী তার তবে আসাই নিশ্চিত।
(স্বগত) সত্যেন্ বাবুকে দিয়া সেই প্রতিশ্রুতি
ভাবিনি সামান্য কাজে বিঘ্ন হবে হেন।
বিদুষী যে আসিবে না হেথা এই কথা
স্বপ্নেও ভাবিনি কভু ! যদি নাহি আসে,
তবে কি উপায় ? মাথা কাটা যে যাইবে
দারুণ লজ্জায় ! কারে বলি মনোব্যথা !

৫ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বিদুষী প্রমুখ মহিলাগণের "রাসলীলা"-অভিনয়ে প্রস্তাবনা

বিদুষী। (নৃত্যসহকৃত গান)

পূর্ণচন্দ্রহাস্যরসে ধরায় হল প্লাবন,
রাসহরষরভসে মিলে কুঞ্জে গোপীগণ।
রসিয়া হাসিয়া বলে, "প্রিয়তম কৃষ্ণ,
তুমি বড় রাধাধরসুধাপানতৃষ্ণ;
স্বধর্ম্মপালনে নাই লজ্জার কারণ,
রসিক নাগর কর নির্ভয়ে চুম্বন।
সরস মানস এই যুগলমিলন
উপভোগ তরে যারা বিহীনমনন—
পশুপক্ষিকীট, তরু-লতা-গুল্ম, জড়,
তারাও দেখুক্ যারা কুঞ্জের ভিতর।"

(বিদুষী নাচিতে নাচিতে দর্শকমণ্ডলীর পুরোবর্ত্তী মিঃ সেনিয়েলের সম্মুখে আসিতেই তিনি লাফ দিয়া রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। মঞ্জরী স্বামীকে বাধা দিতে সাজঘর হইতে বাহির হইতে না হইতেই ক্ষেমঙ্করপ্রমুখ দর্শকগণ 'মার্ শালাকে মার্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; ক্ষেমঙ্কর ষ্টেজে উঠিয়াই স্বামীর অভিমুখে ধাবমান। মঞ্জরীকে বাহুবদ্ধ

করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল ; মঞ্জরীর চীৎকারে মিঃ সেনিয়েল্ সেই দিকে ফিরিতেই ক্ষেমঙ্কর তাহাকে মারিতে উদ্যত হই । এদিকে বিদুষীও নাচ শেষ করিয়া দেখিল এই দৃশ্য, আর তন্মুহূর্ত্তে সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল। প্রাথমিক চিকিৎসায় ফল হইতে বিলম্ব দেখিয়া ক্ষেমঙ্কর পিতাকে ফোন্ করিল। তিনি একজন প্রবীণ ডাক্তার, স্ত্রী, লতিকা, গোস্বামী ও বিদুষীর মাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বিদুষীর চৈতন্যসম্পাদন করাইলেন)

(যবনিকা)